

A. Or.

4297

A. or. 297

4297

Chāṇakyaśloka

Chanakya sloka
etc.

See Rec. 32.

চাণক্য শ্লোক,

6/-

প্রহ্লাদ চরিত্র,

পঞ্চতিথিবার
ধারা,

পাণ্ডুর প্রকরণ,

মামতা,

হাস্যার্ণব,

শান্তিগীতক,

শ্রীমদ্ভগবতক

ও আদিরস,

का. ३७ का. ३७

प्रति मा. ३७

मा. ३७ का. ३७
का. ३७

मा. ३७ का. ३७

मा. ३७

मा. ३७ का. ३७

मा. ३७ का. ३७

मा. ३७ का. ३७

मा. ३७ का. ३७

চাণক্যশ্লোক

1512

ହାତୀ ୧ ୧୫ କିଲୋ ୧୨୫୫୦ କିଲୋ ୧୫୫୫୦
୧୫୫୫୦ ୧୫୫୫୦ ୧୫୫୫୦ ୧୫୫୫୦ ୧୫୫୫୦ ୧୫୫୫୦
୧୫୫୫୦ ୧୫୫୫୦ ୧୫୫୫୦ ୧୫୫୫୦ ୧୫୫୫୦ ୧୫୫୫୦

॥ ୧୧ ॥ ହାତୀକୁ କଥା

ହାତୀକୁ କଥା ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧
ହାତୀକୁ କଥା ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧
ହାତୀକୁ କଥା ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧
ହାତୀକୁ କଥା ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧
ହାତୀକୁ କଥା ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧

॥ ୧୨ ॥ ହାତୀକୁ କଥା

ହାତୀକୁ କଥା ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧
ହାତୀକୁ କଥା ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧
ହାତୀକୁ କଥା ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧
ହାତୀକୁ କଥା ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧
ହାତୀକୁ କଥା ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧

॥ ୧୩ ॥ ହାତୀକୁ କଥା

ହାତୀକୁ କଥା ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥

॥ ४८ ॥

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ ७२ ॥ कृष्ण कृष्ण ॥

कृष्ण कृष्ण ॥ कृष्ण कृष्ण ॥ कृष्ण कृष्ण ॥

कृष्ण कृष्ण ॥ कृष्ण कृष्ण ॥ कृष्ण कृष्ण ॥

कृष्ण कृष्ण ॥ कृष्ण कृष्ण ॥ कृष्ण कृष्ण ॥

कृष्ण कृष्ण ॥ कृष्ण कृष्ण ॥ कृष्ण कृष्ण ॥

कृष्ण कृष्ण ॥ कृष्ण कृष्ण ॥ कृष्ण कृष्ण ॥

कृष्ण कृष्ण ॥ कृष्ण कृष्ण ॥ कृष्ण कृष्ण ॥

कृष्ण कृष्ण ॥ कृष्ण कृष्ण ॥ कृष्ण कृष्ण ॥

कृष्ण कृष्ण ॥ कृष्ण कृष्ण ॥ कृष्ण कृष्ण ॥

॥ ८ ॥ ॥ ३५६७८९१०॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॥ १ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ २८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

କଥା କହଣ କାଳିଦାସ ଭକ୍ତ ବାସବତୀ । ସକଳ

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ପଞ୍ଚାବତାରପୁରାଣ

कानिश्चिद् भोजनं कृतवान् एतस्मिन्

॥ ५८ ॥ इति श्रीमद्भगवत्पुस्तके

बहि विव कहे कथं । हेतु मय प्रकटिनि

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ १ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ ६९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

ମେଘାଦଳି ଶରଦ ଋତୁ । ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ପଞ୍ଚାବଳୀ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

ସାଧୁ ସାଧୁମାନେ କେତେକେ କେତେକେ ସାଧୁମାନେ । ସାଧୁମାନେ ।

मन्त्रोक्तं विष्णुसहस्रनामस्य

ਸਤਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਹਰਿ ॥ ਨਾਨਕ ॥

॥ १९ ॥ एतद्भद्रम्

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

— ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । इति श्रीमद्भगवद्गीता । अष्टमोऽध्यायः ॥

ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତି

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ନିଶ୍ଚୟ ମନେ କରଇବି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ

— ॥ ୪୯ ॥ —

ନିଶ୍ଚୟ ମନେ କରଇବି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ

ନିଶ୍ଚୟ ମନେ କରଇବି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ

ନିଶ୍ଚୟ ମନେ କରଇବି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ

ନିଶ୍ଚୟ ମନେ କରଇବି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ

ନିଶ୍ଚୟ ମନେ କରଇବି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ

— ॥ ୫୦ ॥ —

ନିଶ୍ଚୟ ମନେ କରଇବି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ

ନିଶ୍ଚୟ ମନେ କରଇବି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ

ନିଶ୍ଚୟ ମନେ କରଇବି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ

— ॥ ୫୧ ॥ —

ନିଶ୍ଚୟ ମନେ କରଇବି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ

ନିଶ୍ଚୟ ମନେ କରଇବି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ

ନିଶ୍ଚୟ ମନେ କରଇବି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ

ନିଶ୍ଚୟ ମନେ କରଇବି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ

ନିଶ୍ଚୟ ମନେ କରଇବି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ

। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥

॥ ३ ॥

। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥

। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥

। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥

। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥

। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥

॥ ९ ॥

। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ११ ॥

। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १२ ॥

। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १३ ॥

। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १४ ॥

। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १५ ॥

॥ १६ ॥

। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १७ ॥

। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १८ ॥

11 21 24124

१ : ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥

[၁]

ସେବାକାରୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମାନୁଷ୍ଠାନ ୧୫୫
ସମ୍ପାଦନା ସମ୍ପାଦନା ୧୫୫
ସମ୍ପାଦନା ସମ୍ପାଦନା ୧୫୫
ସମ୍ପାଦନା ସମ୍ପାଦନା ୧୫୫

ସମ୍ପାଦନା ସମ୍ପାଦନା ୧୫୫
ସମ୍ପାଦନା ସମ୍ପାଦନା ୧୫୫
ସମ୍ପାଦନା ସମ୍ପାଦନା ୧୫୫
ସମ୍ପାଦନା ସମ୍ପାଦନା ୧୫୫
ସମ୍ପାଦନା ସମ୍ପାଦନା ୧୫୫
ସମ୍ପାଦନା ସମ୍ପାଦନା ୧୫୫

ସମ୍ପାଦନା ସମ୍ପାଦନା ୧୫୫
ସମ୍ପାଦନା ସମ୍ପାଦନା ୧୫୫
ସମ୍ପାଦନା ସମ୍ପାଦନା ୧୫୫
ସମ୍ପାଦନା ସମ୍ପାଦନା ୧୫୫
ସମ୍ପାଦନା ସମ୍ପାଦନା ୧୫୫
ସମ୍ପାଦନା ସମ୍ପାଦନା ୧୫୫

ସମ୍ପାଦନା ସମ୍ପାଦନା ୧୫୫

ସମ୍ପାଦନା ସମ୍ପାଦନା ୧୫୫



অর্থনাশ মনস্তাপ গৃহহিঁদু আর । অপমান

বঞ্চনা যদি হয় আপনার ॥ বুদ্ধিমান ইহা

নাহি করিবে পুকাশ । গোপনেরাখিবে সদা

নৈলে উপহাস ॥ ৩২ ॥

ধনধান্যপুয়োগেসু তথা বিদ্যাগমেষুচ ।

আহারে ব্যবহারেচ ত্যক্তলজ্জাঃ শদাভবেৎ

ধনধান্য আদান পুদান কন্ম আর । বিদ্যা

শিক্ষা আর যে আহার ব্যবহার ॥ ইহাতে

করিলে লজ্জা হয় অপচয় । এই হেতুলজ্জা

হীন হইবে নিশ্চয় ॥ ৩৩ ॥

ধনিনঃ শ্রোত্রিয়ো রাজা নদীবৈদ্যস্তু পঞ্চম

পঞ্চ যত্র নবিদ্যন্তে তত্র বাসং নকারয়েৎ ।

ধনিন্শ্রোত্রিয়ো রাজা আর কবিরাজ । এই

পঞ্চ নাহি থাকে যে গ্রামের মাঝ ॥ সেগ্রামে

নিবস না করিবে শিষ্ট জন ॥ করিলে বিপদ

ঘটে শাস্ত্রের লিখন ॥ ৩৪ ॥

যম্মিন দেশেনসন্মানো নপ্ৰীতিনচবাক্ষবাঃ ।

নচ বিদ্যাগমঃ কশ্চিভুং দেশং পরিবর্জয়েৎ

যে দেশে বাক্ষবনাই আরনাহিমান । প্ৰীতি

নাহিআরনহে কোন বিদ্যাস্থান ॥ সে দেশে

বসতিত্যাগ করিবেক ধীর । রাজনীত শাস্ত্র

মতেকরিলামস্থির ॥ ৩৫ ॥

মনসা চিন্তিতং কন্ম বচমান পুকাশয়েৎ ।

অন্যলঙ্কিতকার্যস্য যতঃ সিদ্ধিন জায়তে ।

মনেতে চিন্তিবে কার্য্য না কবে কথায় । অন্য

তেজানিলে কন্ম সিদ্ধিনাহি পায় । ৩৬

অদেশঞ্চ অবৃতিঞ্চ অভাৰ্য্যাং অনদি তথাঅদ

ব্যঞ্চ অভোজ্যঞ্চ বর্জয়েচ্চ বিচক্ষণঃ ।

অদেশে বসতি আর অবৃতি করণে । অনদীতে

স্নান আর অভাৰ্য্যাগমন ॥ অদুব্য গৃহণ

আর অভক্ষ্য ভোজন । না করিবে এই ছয়

কন্ম বিচক্ষণ ॥ ৩৭ ॥

স্বাণশোষোহগ্নিশেষচ্চ ব্যাধিশেষস্তথৈবচ ।

পুনশ্চ বর্জ্যতে যস্মাৎ তস্মাৎ শেষকরয়েৎ
নিঃশেষ করিবে খন্য অগ্নি আরব্যাধি । কি
জানি আপদঘটে পুন বাড়ে যদি ॥ ৩৮ ॥

চিন্তা জ্বরো মনুষ্যানাং বজ্রগামাতপোজ্বরঃ
অশৌভাগ্যং জ্বরঃ স্ত্রীনাং শ্বানাং মৈথুনং জ্বর
চিন্তা । হন মনুষ্যের জ্বরের সমান । রৌদ্রেরতে
জ্বরের ন্যায় বজ্র নাশ পান ॥ শূদ্রারেতে
শক্তিহীন ঘোটকের জ্বর । জ্বরবৎ সদা সতী
বিধবা কাতর ॥ ৩৯ ॥

অস্তিপুত্রো বশেষস্য ভূতে ভাৰ্য্যা তথৈব চ ।
অভাবে সতি সন্তোষঃ সূৰ্গস্থো হৈমৌমহীতলে
পুত্রযার বশে থাকে ভাৰ্য্যা সেইমত । আক্টা
বহুভূত্য হয় সদা অনুগত ॥ বদ্যপি না
থাকে ধন তথাপি সন্তোষী । কে বলে ভূমিতে
আছে সেই সূৰ্গবাসী ॥ ৪০ ॥

দুষ্টা ভাৰ্য্যাশাঠ্যং মিত্রং ভূত্যশ্চাতুরদায়কঃ
সমর্পেচ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ।

ভাৰ্য্যা দুঃসমতি যদি শঠ মিত্র হয় । আর
ভূতসমান উত্তর যদি দেয় ॥ যে ঘরে ভুজক
থাদে সেই ঘরে বাস । মরণ সংশয় তার
জীবনে নিরাস ॥ ৪১ ॥

মাতা বসগৃহেনাস্তি ভাৰ্য্যা চাপ্ৰিয়বাদিনী
অরণ্যং তেনগন্তব্যং যথারণ্যং তথাগৃহং
মাতা যারঘরে নাই আর নিজদারা । কহে
সে অপ্ৰিয় কথা নিতান্ত পুথরা ॥ উপযুক্ত
বন মধ্যে গমন তাহার । তার ঘর বনস্থল
সম ব্যবহার ॥ ৪২ ॥

ঋণকর্তা পিতা শত্রুমাতা শত্রুর্ষিচারিণী ।
ভাৰ্য্যা কপবতী শত্রুঃ পুত্রঃ শত্রুরপণ্ডিতঃ ।
ঋণ করে যান মরে পিতা শত্রু গণি । মাতা
শত্রুবৎ হন যদি ষিচারিণী ॥ কপবতী
ভাৰ্য্যা শত্রুসদা শক্য হয় । আপন সন্তান
মুখ শত্রু অতি শয় ॥ ৪৩ ॥

কোকিলানাং সুরোকপং নারীকপং পতিব্রতা

বিদ্যা কপং অক পানাং ক্রমাকপং তপস্বিনাং
কোকিলে নাই কপ তার কপ সুর । পতি
ভক্তি অবলার কপ মনোহর ॥ অকপজনের
কপ বিদ্যা যদি হয় । তপস্বিজনের কপ ক্রমা
সে নিশ্চয় ॥ ৪৪ ॥

অবিদ্যাজীবনং শূন্যং দিকশূন্যচেদবাক্যবা।
পুত্রহীনং গৃহং শূন্যং সর্বশূন্য দরিদ্রতা।
বিদ্যাহীন জীবশূন্যবুদ্ধিনাইঘটে। বন্ধুনাই
যেদিগে সে দিকশূন্য বটে ॥ পুত্রহীন গৃহ
শূন্য অন্ধকার দেখে। দরিদ্রের সর্বশূন্য সর্ব
শাস্ত্রে লিখে ॥ ৪৫ ॥

অদাতা বংশদোষেণ কর্মদোষাদরিদ্রতা।
উন্মাদো মাতৃদোষেণ পিতৃদোষেণ মূর্থতা।
পুরুষ অদাতা হয়নিজ বংশ দোষে। কর্ম
দোষে ধনহীন ভ্রমেনানা দেশে ॥ মাতৃদোষে
শিশুনষ্ট না করেপালন। পিতৃদোষে পুত্রমূর্থ
নাকরে ভাডন ॥ ৪৬ ॥

গুরুগ্নির্বিজাতীনাং বর্ণনাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ ।
 পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ
 ব্রাহ্মণের গুরু অগ্নি শাস্ত্রে গুরুপণ । সকল
 বর্ণের গুরু কেবল ব্রাহ্মণ ॥ স্ত্রী লোকের গুরু
 হন পতি আপনার । অতিথি আইলে গুরু
 হন সভাকার ॥ ৪৭ ॥

অতিদর্পে হতা লক্ষ্য অতিমানেচ কৌরবাঃ ।
 অতিদানে বলির্বদ্ধঃ সর্বমত্যস্তগর্ষিতং ।
 অতিদর্পেনষ্ট হলো লক্ষ্যার রাবণ । অতিমানে
 সবংশেমরিল দুর্ঘে ষাধন ॥ অতিদানে বলির
 পাতালে হলো ঠাই । অতিষয় কোনকর্ম না
 করিহ ভাই ॥ ৪৮ ॥

বস্ত্রহীনস্তলংকারো ঘৃতহীনঞ্চ ভোজনং ।
 স্তনহীনা চযানারী বিদ্যাহীনঞ্চ জীবনং ॥
 বস্ত্র নাই অলঙ্কারে কিবা শোভা হয় । গব্য
 রসবিহীন ভোজন কিছু নয় ॥ বিদ্যাহীনলো
 কেরজীবনে কিবা আশ । স্তনহীন জেই নারী
 তারে উপহাস ॥ ৪৯ ॥

ভোজ্যং ভোজনশক্তিঃ চরতি শক্তির্ষরাঃ স্ত্রিয়
 বিভবো দানশক্তিঃ চ নাল্লস্য তপসঃ ফলং ।
 খাদ্য বস্তু যথেষ্টে ভোজন শক্তি তত । রতি
 শক্তি আর পুয়া ভাৰ্য্যা অনুগত ॥ দানশক্তি
 অতুল ঐশ্বৰ্য্য এই হয় । অনেক তপস্য বিনা
 কারো নাহি হয় ॥ ৫০ ॥

পুত্রপুয়োজনা দারাঃ পুত্রঃ পিওপুয়োজনাঃ
 হিতপুয়োজনং মিত্রং ধনং সৰ্বপুয়োজনং ।
 ভাৰ্য্যা ইহা করিবেক পুত্রের কারণ । পিও
 দান মাত্র সুপুত্রের পুয়োজন । মিত্র পুয়ো
 জন এই করিবেক হিত । সৰ্ব পুয়োজন সিদ্ধি
 ধনেতে নিশ্চিত ॥ ৫১ ॥

দুর্লভং প্রাকৃতং বাক্যং দুর্লভঃ ক্ষেমকুসুতঃ
 দুর্লভা সদৃশী ভাৰ্য্যা দুর্লভাঃ স্বজনঃ পুয়ঃ ।
 দুর্লভ সদর্থ বাক্য সৰ্ব মনোহর । বহু দুঃখে
 লভ্য হয় পুত্র গুণাকর ॥ আপন সমান
 ভাৰ্য্যা দুর্লভা ভুতলে । হিতকারী পুয় বন্ধু
 অতি দুঃখে মিলে ॥ ৫২ ॥

শৈলৈশৈলেন মাণিক্যং মোক্তিকং ন গজে
গজে । সাধবো নহি সৰ্বত্র চন্দনম বনে ২ ।

পৰ্বতে ২ নাহি মলয়ে মাণিক । হস্তিতে ২
কোথা পাইবা মোক্তি কে ॥ সৰ্বত্র না পাও
য়াযায় দেখ সাধুতন । বনে ২ নাহি থাকে
কখন চন্দন ॥ ৫৩ ॥

অশোচে'্যানিধনঃপুণ্ড্রো'শোচ'্যপণ্ডিতবাক
বঃঅশোচ'্যবিধিবানারীপুণ্ড্রপৌণ্ড্রপুতিষ্ঠিতা
পণ্ডিতনিধন যদি তবু সে উত্তম । বন্ধু যদি
পণ্ডিত সে অতি নিরুপম ॥ পুণ্ড্রপৌণ্ড্র
বতী নারী বিধবা যদ্যপি । তাহারে দেখি
য়া খেদ না হয় তথাপি ॥ ৫৪ ॥

অবিদ্যঃপুরুষঃশোচ'্যশোচ'্যমৈথুনমপুজং
নিরাহারঃপুজাঃশোচ'্যশোচ'্যরাজ্যম
রাজকং

বিদ্যাহীন পুরুষ দেখিয়া খেদ হয় । সৈমৈথু
নবিফলসন্তান যাতে নয় ॥ হয় শোক

পুজা লোক দেখিয়া নিধন । অরাজক দেখে
দেশ দেশ পায় মন ॥ ৫৫ ॥

কুলীনেঃ সহ সম্পকং পণ্ডিতৈঃ সহ মিত্রতাং ।
জ্ঞাতিভিঃ সমং মেলং কুর্বাণো নবিনশ্যতি
কুলীনের সহিত সম্বন্ধ আছে যার । পণ্ডিতের
সহ যে মিত্রতা করে আর ॥ জ্ঞাতি জন সহ
থাকে বাহার মিলন । তাহার বিনাশ নাহি
হয় কদাচন ॥ ৫৬ ॥

কঠা বৃত্তিঃ পরাধীনা কঠো বাসো নিরাশ্রয়ঃ
নির্ধনো ব্যবসায়চ সর্বকঠো দরিদ্রতা ।
পরাধীন জীবনেতে অতি কষ্ট হয় । নিরাশ্রয়
নিবাসেতে কষ্ট অতিশয় ॥ কষ্ট পায় করিলে
নির্ধন ব্যবসায় । সকল পুকার কষ্ট দরিদ্রতা
হয় ॥ ৫৭ ॥

তস্করস্য কুতো ধর্মো । দুর্জনস্য কুতো ক্রমা ।
ব্যশ্যানাঞ্চ কুতো স্নেহঃ কুতো সত্যঞ্চ কামিনাং
জৌর্যবৃত্তি করে যে তাহার ধর্ম কোথা ।

দুর্জনের ক্ষমা নাহি কেবল খলস ॥ উপপতি
পুতি বেশ্য কোথা করে সেহ ১ কামূকের
সত্যবাক্য নাহি শুনে কেহ ॥ ৫৮ ॥

পুষ্টিতস্য কুতোমানঃকোপনস্যকুতঃ সুখং ।
জ্ঞীণাং সতিত্বঞ্চ কুতঃ কুতঃ পুীতিঃ খলস্যচ
পরের সেবক যেতাহার কোথা মান । রাগী
লোক কোন স্থানে নাহি সুখপান ॥ জ্ঞীলো
কের সতীত্ব জগতে কোথা হয় । কার সঙ্গে
থাকে দেখ খলের পুণ্য ১ ৫৯ ॥

দুর্বলস্য বলং রাজা বালানাং রোদন বলং ।
বলং মূখস্য মোনিত্বং চৌরাগামনৃতং বলং ।
দুর্বল পুজার বল রাজা সে কেবল । রোদন
কেবল ক্ষুদ্র বালকের বল ॥ মোনী হয়ে থাকা
মাত্র বল সে মুখের । মিথ্যা কথা মাত্র
বল আছয়ে চোরের ॥ ৬০ ॥

যো ধুবানি পরিত্যজ্য অধুবং পরিসেবতে ।
ধুবানি তস্য নশ্যাস্ত অধুবং নষ্টমেবচ ।

নিশ্চিত বিষয়ত্যাগকরিয়া যেকোন। অনিশ্চিত
বিষয়েতে করে আকিঞ্চন। নষ্ট হয় তাহার
যে নিশ্চিত বিষয়। অনিশ্চিত বিষয়ের চেষ্টা
মিথ্যা হয় ॥ ৬১ ॥

শুষ্কং মাংসং ত্রিযোবৃদ্ধা বাল্যকন্তরুণং দধি
পুভাতেমৈথুনং নিদ্রা সদ্যঃ পুণহারাগিষট্।
শুষ্ক মাংস আরবৃদ্ধা নারী সহ রতি। শরৎ
কালীন রৌদ্র দধিঅন্ন অতি॥ পুভাতে মৈথুন
আর নিদ্রা এইছয়। শীঘ্র পুণ হরণ করে এই
নিশ্চয় ॥ ৬২ ॥

সদেঃ মাংসং নরমঞ্চ বাল্যাদ্রী ক্ষীরভোজনং
যুতমুষ্ণোদকৈঞ্চৈব সদ্যঃ পুণকরাণি ষট্॥
সদেঃ মাংস আর অন্ন নবীন কোমল। সদেঃ
যুত আর দুগ্ধ অন্ন উষ্ণ জল ॥ বালিকা রমণী
সহ রতি এইছয়। যে করে সেবন তার আয়ু
বৃদ্ধি হয় ॥ ৬৩ ॥

সিংহাদেকং বকাদেকং ষট্শুনত্রীণি গদভাৎ।

বায়সাৎ পঞ্চ শিক্ষেচ চত্বারি অকুটাদপি ॥
 সিংহহৈতে এক বিদ্যা বকহৈতে এক অকুর
 হইতে ছয় বিদ্যা শিখিবেক ॥ গর্দভের
 কাছে শিখিবেক পাচ গুণ । অকুটের কাছে
 চারিশিখিবে নিপুণ ॥ ৬৪ ॥

পুতু তম লুকার্যস্মা যো নরঃ কৰ্ত্তু মিহতি ।
 সম্ভারমুনতৎ জর্যসিংহাদেকং পুৰীতিতং
 অল্প কিম্বা বহু কার্য করিতে যে চায় । উদ্
 যোগী যেমন সিংহ হবে তার পায় ॥ ৬৫ ॥
 সর্বেন্দিয়ানি সংযম্য বকবৎ পতিতো জনঃ
 কালদেশোপপন্নানিসর্ব রার্থ্যাণি সাধয়েৎ ।
 বকেরে সমান সর্ব পুকারেতৎ পর । কাল
 দেশবুঝি কন্ম সাধিবেক নর ॥ ৬৬ ॥

বহ্মাশী স্তন সন্তুষ্টঃ সুনিদ্রুঃ শিশু চেতনঃ ।
 পুতুভক্তশ্চ শুরশ্চ জ্ঞাতব্যঃ বহু শূনো গুণাঃ
 অনেক আহার করে অল্পে তুষ্ট হয় । শিশু
 নিদ্রা যায় আর শিশু নিদ্রাকর ॥ পুতুভক্ত

আর যথা শক্তি পরাক্রম। অকুরের ছয় গুণ
শাস্ত্রের নিয়ম ॥ ৬৭ ॥

অবিশ্রামং বহেভারংশীতোষ্ণকনবিন্দতি।
সমস্তোষস্তথানিত্যং ত্রীণিশিক্ষিত গদতাৎ।
অবিরত বহে ভার শ্রান্ত নাহি হয়। উত্তা
পেতে আর শীত দুঃখ বোধ নয় ॥ সর্বদা
সন্তোষে থাকে গুণ এই তিন। গদভের কাছে
শিখ হইবা পুৰীণ ॥ ৬৮ ॥

গূঢ়মৈথুনধর্মক কালে কালেচ সংগৃহং ॥
অপুমানদমনালস্যং চতুঃ শিক্ষিতবায়সাৎ।
গোপনে সঙ্গম করে নাহি দেখে কেহ। উপ
যুক্ত কালে করে খাদ্যের সংগৃহ। সাবধান
সর্বদা আলস্য নাহি রাখে। কাকের এই
চারি গুণশিষ্ট জন শিখে ॥ ৬৯ ॥

যুদ্ধঞ্চ পুাতরক্ষ্মানাং ভোজনং সহ বন্ধুভিঃ।
দ্রিয়নাপন্নতাং রক্ষেচ্ছতুঃশিক্ষিত অকুটাৎ ॥

পুত্রে চৈতন্য আরনৈপুণ্য সুকোতি। সম
ভাগ পূর্বক আহার বন্ধুসাথে ॥ পুণ্য পথে
রক্ষা করে পত্নীকে সঙ্কটে। এই চারি গুণ
শিখ জুটুক টনিকটে ॥ ৭০ ॥

কোহতিভারঃ সমর্থানাং কিংদূরং ব্যবসায়িনাং
কোবিদেশঃ সবিদ্যানাং কঃ পরঃ পুয়বাদিনাং
কৃতিপুঙ্কষের কোন কন্ম অতি ভার যে জন
বাণিজ্য করে কি দূর তাহার ॥ বিদ্যাবান
জনের বিদেশ কোন দেশ। মিষ্ট ভাষিজনের
কি অনৈয় করে দ্বেষ ॥ ৭১ ॥

আপদাং কথিতঃ পহ। ইন্দিয়া গামসং যন।
তজ্জয়ঃ সম্পাদাং মার্গে। যেনেষ্টং তেনগম্যতাং

আপদের পথ ইন্দিয়ের অদমন।

সম্পদের পথ এই ইন্দিয়দমন ॥ এই কপ দুই
পথ আছে বিদ্যমান। যে পথে গমন ইচ্ছা
করহ পুয়াং ॥ ৭২ ॥

নচ বিদ্যাসমো বন্ধু নচ ব্যাধিসমো রিপুঃ।

নচাপত্যসমঃস্নেহো নচ দৈবাৎ পরং বলং ।

বিদ্যার সমান বন্ধু নাহিকো ভূতলে । বণ

ধির সদ্গুণ শত্রু কখনো না মিলে ॥ সন্তান

সমান স্নেহ অনেক নাহি হয় ॥ দৈবের অধিক

বল না দেখি নিশ্চয় ॥ ৭৩ ॥

সমুদ্রাবরণা ভূমিঃ প্রাকারাবরণং গৃহং ।

নরেন্দ্রাবরণা দেশাশ্চরিত্রাবরণাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥

আবরণ পায়োনিধি আছে পৃথিবীর । চতু

দিকে আবরণ ঘরের প্রাচীর । আবরণ দেশের

পুবল মহীপাল । সুসুভাব আবরণ স্ত্রীর সর্ব

কাল । ৭৪ ।

যুতঙ্গযুসমানারী তপ্তাঙ্গারসমঃ পুমান্ ।

তন্মাদযুতঞ্চ বহিঞ্চ নৈকত্র স্থাপয়েদ্বধঃ ॥

যুতঙ্গযুসমান যুবতী নারী জন । জ্বলন্ত

অঙ্গার সম পুরুষ যে হন । সেই হেতু যুত

আর বহি এক স্থান । না রাখিবে রাখিলে

পুমান্ বিদ্যমান ॥ ৭৫ ॥

আহারোদিগুণাঃ জ্ঞানং বুদ্ধিস্তাস্য চতুর্গুণা

যজ্ঞগো ব্যবসায়শ্চ কামশ্চাষ্টগুণাঃ সূতঃ ।

আহার দিগুণ জ্ঞান চারি গুণ নতি । ব্যবসায়

ছয় গুণ অষ্ট গুণ রতি ॥ ৭৬ ॥

জীর্ণমম্রং পুশংসীয়াৎ ভাৰ্য্যাঞ্চ গতযৌবনাং

রণাৎ পুত্যাং গতং শূরং শস্যঞ্চ গৃহমাং গতং

পুশংসিত সেই অম্র যেই জীর্ণপায় । নির্দোষে

যৌবন গেলে পুতিষ্ঠা ভাৰ্য্যায় । বীরের

পুশংসা হয় জিনিলে সমরে । সেই শস্য

পুশংসিত যদি আসে ঘরে ॥ ৭৭ ॥

অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ সন্তুষ্টা ইব পার্থিবাঃ

সলজ্জা গনিকা নষ্টা নিলজ্জাশ্চ জলদ্রিয়ঃ ।

সন্তোষেতে যেমন রাজার হয় হাস । অস

ন্তোষে ব্রাহ্মণের তেমনি বিনাশ ॥ মানহীনা

যেমন নিলজ্জা জলবতী । লজ্জাবতী বেশ্যার

তেমনি ধনকৃতি ॥ ৭৮ ॥

অবংশতিতো রাজা মুখপুত্রশ্চ পাণ্ডিতঃ ।

অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবক্ষন্যতে ভগ৭ ।
 নিকৃষ্টের পুত্র যদি পায় রাজ্যভার । সুপাণ্ডিত
 হয় যদি মুখের জনার ॥ নির্ধন পাইলে ধন
 করে অহকার । তৃণময় জ্ঞান করে ভগ৭সং
 সার ॥ ৭৯ ॥

বৃক্ষহাপি নরঃ পুজেৎ যদ্যাস্তি বিপুলং ধনং ।
 শশিন স্তূল্যবংশোহপি নির্ধনঃ পরিভূয়তে ।
 বৃক্ষহত্যাকরে যদি অতিধনবান । তথাপি
 তাহাকে করে সকলে সম্মান । চন্দ্রতূল্য শুদ্ধ
 বংশে যাহার উদ্ভব । ধন না থাকিলে তার
 কে করে গৌরব ॥ ৮০ ॥

পুস্তক হাতু যাবিদ্যা পরহস্তগতং ধনং । কা
 র্যকালে সমুৎপন্নেন সাবিদ্যান তদ্ধনং ।
 পুস্তকে শিক্ষিত বিদ্যা মুখেনাহি আসে । ধন
 আছে বটে কিন্তু আছে পরবশে ॥ অকস্মাৎ
 কার্য্য যদি হয় উপস্থিত । যে বিদ্যা সে ধন কি
 যা নাহি করেহিত ॥ ৮১ ॥

পাদপানাং ভয়ং বাতঃ পদমানাং শিশিরো ভয়ং

পৰ্বতানাং ভয়ং বজ্রঃ সাধুনাং দুৰ্জনো ভয়ং ।

সকল বৃক্ষের ভয় পুৰল সমীর । পঙ্কজের ভয়

খাত দুৱন্ত শিশির ॥ পৃথিবিতে বজ্রমাত্র পৰ্ব

তের ভয় । সুজনের দুৰ্জন হইতে ভয় হয় । ৮২

প্ৰাক্তেনিযোজ্যমানেতু সন্তিরা ক্রতয়ো গাঃ

যশঃ সুৰ্গনিবাস চ বিপুল চ ধনাগমঃ ॥

রাজকর্মে যদি হয় নিযুক্ত পণ্ডিত । রাজার এ

তিন গুণ হয় উপাঞ্জিত । নিরুপম যশ আর

অন্তে সুৰ্গবাস । অতুল ঐশ্বর্য এই শাস্ত্রের

আভাস ॥ ৮৩ ॥

মূর্খে নিযোজ্যমানেতু ত্রয়োদোষা মহীপতেঃ

অযশ চার্থনাশ চ নরকে গমনং তথা ॥

মূর্খেতে রাজের ভার করিলে অর্পণ । এই

এই তিন দোষভাগী রাজা হন ॥ অযশ অথ

শ আর অর্থনাশ হয় । অবিচার করে মূর্খ

রাজারে মজায় ॥ ৮৪ ॥

বহুভিমূৰ্খসং ঘাতৈরনেয়ান্যপশুবৃতিভিঃ ।

পুচ্ছাদ্যন্তে গুণঃ সৰ্ব্বমেঘৈরিব দিবাকরঃ ॥

মূৰ্খ সব পরস্পর পশু ব্যবহার । তাহারা

ঢাকিয়া রাখে গুণ যে রাজার ॥ যেমন নি

বিড় মেঘে ঢাকে দিবাকর । মূৰ্খহাতে সেই

মত হন নূপবর ॥ ৮৫ ॥

যস্যক্কেত্রং নদীতীরেভার্যাবাপিপরিপিয়া ।

পুত্রস্য বিনয়ো নাস্তি মৃত্যুরেব নসংশয়ঃ ॥

নদীতীরে কৃষি কৰ্ম করে যেই জন । ইতর

পুত্র পুতি করার স্ত্রীর মন ॥ পুত্রের বিনয়

নাই সদা অবিনয় । মৃত্যুবৎ দুঃখ তার

নাহিক সংশয় ॥ ৮৬ ॥

অসমুদ্রস্য নকন্তব্যং পুত্ৰ্যক্ষমপি দৃশ্যতে ।

শিলা তরতি পানীয়ং গীতং গায়তি বানরঃ ।

অসমুদ্রকথা নাকহিবে কোনজন । পুত্ৰ্যক্ষেতে

যদ্যপি সেকরে নিরীক্ষণ ॥ জলেতে পাষাণ

ভাসে কপি গীতগায় । রামায়ণ বিনা কোথা

কে করে পুত্ৰ্যয় ॥ ৮৭ ॥

সুভিকৃৎকৃষকে নিত্যং নিত্যং সুখমরোগিনি ।

ভাষ্যাতুতুংগুপ্তিয়ার্যস্য তস্য নিত্যং সবাংগুহং

কৃষিকর্ম যেকরে সুভিকৃ নিত্যং তার ।

নিত্যং সুখ তার রোগ নাহি যার ॥ মনো

নীতা পুয়নী যাহার ভাষ্য হয় । মহোৎ

সব ময় নিত্য তাহার আলয় ॥ ৮৮ ॥

হেলাস্যং কাব্যনাশায় বুদ্ধিনাশায় নির্ধনং ।

যাচনা মাননাশায় অননাশায় ভোজনং ॥

হেলাতে নাহয় কোন কর্ম সিদ্ধি ভাই । দরিদ্র

হইলে তার বুদ্ধি থাকে নাই । যাচিবা

করিতে গেল মান থাকে কিসে । অনিনের

অলনষ্ট ভোজনের দোষে ॥ ৮৯ ॥

সেবিতবেণ মহাবৃক্ষঃ ফলছায়া সমন্বিতঃ ।

যদি দৈবাৎ ফলং না স্তি ছায়া কেন নিবারণ্যতে

ফলবান মহাবৃক্ষ ছায়াতে শোভিত । তাহা

রে আগ্রয় করা নেইসে উচিত ॥ যদিপি

তাহার ফল নামিলেদৈবাৎ । ছায়া পাইবার
কোন না দেখি ব্যাঘাত ॥ ২০ ॥

প্ৰথমে নার্জিতা বিদ্যা দ্বিতীয়ে নার্জিতং ধনং
তৃতীয়ে নার্জিতং পুনঃ চতুর্থকিং করিষ্যতি
প্ৰথম বয়েসে বিদ্যা নাকরে অর্জন । দ্বিতীয়ে
নাকরে যদি উপার্জিত ধন ॥ তৃতীয়েতে নাহি
করে পুণ্যের সঞ্চার । সে জন চতুর্থকালে কি
করিবে আর ॥ ২১ ॥

নদীকূলেচ যে বৃক্ষাঃ পরহস্তগতং ধনং ॥
কার্য্যং স্ত্রীগোচরোয়ং স্যাৎ সর্বং তদ্বিফলমুবেৎ
নদীতীরে বৃক্ষ পর হস্তগত ধন ॥ স্ত্রীলোকে
র হাতে কোন কর্ম সমাপণ ॥ এ তিন বিফল
হয় নাহিক সন্দেহ । অতএব তিন কর্ম না করি
হু কেহ ॥ ২২ ॥

অদেষমাশাদ্য অতো হর্থসঞ্চয়ঃ অপুণ্যমাশা
দ্য অতো জলাঞ্জলিঃ । অগেহিনিং পুাপ্যগৃহে
অতঃ সুখং অশিষ্যমধ্যাপয়তঃ অতো যশঃ ॥

অদেহভূমিয়া কোথা করে ধন আয় । অপুত্র
 হইতে কোথা জলাঞ্জলি পায় ॥ অগৃহীণী
 হৈলে সুখ কোথা হয় ঘরে । পড়াইয়া সুখ
 পায় কোথা অশিষ্যেরে ॥ ২৩ ॥

কুপোদকংবটছায়া শ্যামা স্ত্রী ইষ্টকালয়ং
 শীতকালে ভবেদুষ্কং গ্রীষ্মকালেচশীতলং ।
 কুপের উদক আর বটবৃক্ষছায়া । ইষ্টকা রচি
 তঘর নারী শ্যামাকায়া এইচারি বস্তুউষ্ণ
 থাকে শীতকালে । উষ্ণকালে শীত হয়লোকে
 শাস্ত্রে বলে ॥ ২৪ ॥

বিষংচক্রমণং রাত্রৌ বিষং রাত্রেহনুকূলতা
 বিষংস্রিয়োহপণ্যহুদ্রোবিষংব্যধিরবীক্ষিতঃ
 রাত্রিকালে পৰ্য্যটন বিষের সমান । অতি
 অনুকূল রাজা করি বিষজ্ঞান ॥ অন্যপুরুষা
 নুরক্তা ভাৰ্য্যা বিষ হয় । ঔদাস্য করিলে
 রাগ হয়বিষময় ॥ ২৫ ॥

দূরধীথা বিষং বিদ্যা অজীহুভোজনংবিষং

বিষং গোষ্ঠী দরিদ্রস্য বৃদ্ধস্য তরুণীবিষং ।

অভ্যাগরহিতা বিদ্যা বিষ তুল্যা হয় ।

অজীর্ণহইলে যে ভোজন বিষময় ॥ বহুগো

ষ্ঠী দরিদ্রের বোধ হয় বিষ । বৃদ্ধের যুবতি

ভাষ্যা বিষ অহর্নিশ ॥ ২৬ ॥

পুদোষে নিহতঃ পত্নাঃ পতিতা নিহতাঃ স্ত্রিয়

অল্পবীজং হতং ক্ষেত্রং ভূত্যা দোষেহতঃ পুভুঃ

সক্কাকালে পথ হত হয় অককারে । দুষ্টশী

লানারী হৈলে হত বলি তারে ॥ অল্পবীজযদী

বুনে ক্ষেত্র হয় হত । ভূত্যা দোষে রাজা হত

এই শাস্ত্র মত ॥ ২৭ ॥

হতমশ্রোত্রিয়ং শূদ্রাং হতো যজ্ঞস্তৃদক্ষিণঃ ।

হতা কপবতীবন্ধা হতং সৈন্যমনায়কং ।

শ্রোত্রিয় যেশূদ্রেনাই সেইশূদ্র হত । দক্ষি

ণা বিহীন যজ্ঞ হত সেই মত ॥ তারেহতা

বলি কপবতী বন্ধা হৈলে । সেনাপতিবিনা

সেনা হত রণস্থলে ॥ ২৮ ॥

বেদবেদাঙ্ক তত্ত্বজ্ঞো জপহোম পরায়ণঃ ।
আশীর্বাদ বচোযুক্ত এষ রাজপুরোহিতঃ ॥

বেদেতে বেদান্তশাস্ত্রে যেজন বিদ্যান । যত্ন
জপহোম কস্মৈ সদা ক্রিয়াবান্ ॥ আশীর্বাদ
করেনপুত্ৰ্যহ ভূপাতর । তিনি রাজপুরোহি
ত পণ্ডিত সুধীর ॥ ৯৯ ॥

সুশীলগুণোপেতঃ সৰ্ব্বধর্ম পরায়ণঃ । পুৰী
ণঃ পুষ্যাধ্যক্ষো ধর্মধ্যক্ষো বিধীয়তে
সুশীল গুণবান্ ধার্মিক পুৰিণ । ধর্ম্যধ্য
ক্ষবলি তারে আলস্যবিহীন ॥ ১০০ ॥

আয়ুর্বেদকৃত্যাসঃ সর্বেষাং পিয়দর্শনঃ ।
আর্যশীলগুণোপেত এষবেদেণ বিধীয়তে
আয়ুর্বেদ বিজ্ঞ অতি সুন্দর সুসাজ । সুশীল
সুগুণবান্ রাজ কবিরাজ ॥ ১০১ ॥

সকদুক্তগৃহীতার্থো লঘুহস্তো জিতাক্ষরঃ ।
সর্বশাস্ত্রসমালোকী পুঙ্খো নাম লেখকঃ ।
উচ্চারণমাত্রৈ অর্থ বোধহয় যার । যেজনত্বর
তলিখে জিতাক্ষর আর।। থাকেয়ারসর্বশাস্ত্রে

সর্বদা অভ্যাস । রাজার লেখক সেই বাহা
 তে বিধান ॥ ১০২ ॥

সমস্ত নীতিশাস্ত্রজ্ঞে বাহনে পূজিতশুমঃ শৌ
 র্য্য বীর্য্য গুণোপেতসেনাধ্যক্ষো বিধীয়তে
 নীতিশাস্ত্র সমূহে হয় বিদ্যাবান্ । ঘোটকা
 দি আরোহণে আরো সাবধান ॥ শৌর্য্য
 বীর্য্য পুভূতি গুণেতে গুণপতি । সেনাপতি
 তাহাকে করিবে নরপতি ॥ ১০৩ ॥

মেধাবী বাকপটুঃ পুত্রঃ পরচিত্তোপলক্ষক ।
 ধীরো যথোক্তবাদিচ এষ দূতো বিধীয়তে ॥

মেধাবান্ উপস্থিতবক্তা অতি স্থির । মনো
 বৃত্তি বুঝিতে পরের অতি ধীর ॥ যথার্থ যে
 কহে কথা অন্যথা না হয় । রাজ দূত বলি
 তারে নীতি শাস্ত্রে কয় ॥ ১০৪

পুত্রপৌত্রগুনোপেতঃ শাস্ত্রজ্ঞো মিষ্টপাচকঃ
 শূরশ্চ কঠিনশ্চৈব সুপাকারঃ সউচ্যতে ॥

পুত্রপৌত্র থাকে যার আর থাকে গুণ । মিষ্ট

পাক করে পাক শাস্ত্রেতে নিপুণ ॥ কঠিন
সুভাব পরাক্রম থাকেযার । সেইনে উচিত
হয় পাচক রাজার ॥ ১০৫ ॥

ইন্দ্রিতাকার তত্ত্বজ্ঞো বলবান্ পুষ্পদর্শনঃ ।
অপুষ্পাদী সদা দক্ষঃ পুতীহারঃ সউচ্যতে ।

ইন্দ্রিতজ্ঞ চতুর সুন্দর বলবান্ । রাজার সে
দ্বারী হয়সদা সাবধান ॥ ১০৬ ॥

যস্য নাস্তি সূর্যং পুঞ্জা শাস্ত্রং তস্য কুরোতি
কিং লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণঃ কিং করি
ষ্যতি ।

বুদ্ধি নাই যার তার শাস্ত্রে কি করিবে । অন্ধ
রেদর্পণদিলে কিল্লাভ হইবে ॥ ১০৭ ॥

কিং করিষ্যন্তি বক্তারঃ শ্রোতাযত্র নবিদ্যতে
নগ্নক্ষপণকে দেশেরজকঃ কিংকরিষ্যতি ।

কি করিবে বক্তা যদি শ্রোতা নাহি থাকে । উল
্খ সন্যাসি দেশে কি করে রাজকে ॥ ১০৮ ॥

पञ्चादशिका

॥ १ ॥
॥ १ ॥
॥ १ ॥
॥ १ ॥

॥ १ ॥
॥ १ ॥
॥ १ ॥
॥ १ ॥

॥ १ ॥

॥ १ ॥
॥ १ ॥
॥ १ ॥
॥ १ ॥

॥ १ ॥
॥ १ ॥
॥ १ ॥
॥ १ ॥

॥ १ ॥
॥ १ ॥
॥ १ ॥
॥ १ ॥

॥ १ ॥
॥ १ ॥
॥ १ ॥
॥ १ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

চন্দ্রায়নম

অথপুহ্লাদ চরিত্র নিখ্যতে ॥

৷

হিরণ্যকমুপ হইল কস্যব জমার । চারি পুত্র
হইল তার পরম সুন্দর ॥ কপের তুঙ্গনা নাহি
গুনে অনুপম পুহ্লাদ অনুজ তার খুইলা এই
নাম ॥ কয়াধু রমনি হৈতে এ চারিনন্দন ।
পুহ্লাদ বালক হইল কৃষ্ণ পরায়ণ ॥ পুহ্লাদ
বৈষ্ণব হৈল পরম সুন্দর । যেন চাঁদ বলমল
অতি দিপ্তকর ॥ পঞ্চম বৎসরের শিশু হৈল
চারিজন । ডাক দিয়া সগুণমর্কে বলিছে
রাজন ॥ সগুণমর্ক নামে মুনি সুক্রেয় নন্দন
মুনি স্থানে সব কথা করিল রাজন ॥

মোর চারি পুত্রে বিদ্যা করাহ পঠন ॥ এত
 বলি চারিপুত্র কৈল সমর্পণ ॥ হিরণ্যকশিপু
 বলে সুন মুনিবর । পুত্রাদি বালকে বিদ্যাপড়া
 বে সুন্দর ॥ আমার শত্রুর নাম যে অঙ্করে
 নাই । হেন বিদ্যা বালকেরে পড়াবে গো
 মাঞি ॥ এত সুনি মুনিবর অঙ্গি কার কৈল ।
 চারিপুত্র লইয়া মুনি নিজ স্থানে গেল ॥ পড়ি
 বারতরে মুনিপুথি লিখাদিল । পুথি দেখি শিশু
 তবে কান্দিতে নাগিল ॥ পড়াসুনা বালকের
 নাহি লয় মনে । রাধাকৃষ্ণ বলে রাত্রি দিনে ॥
 পুথি কোলে করি শিশু চক্ষু মুদি থাকে । পাঠে
 মন নাহি শিশু কৃষ্ণ বলে ডাকে ॥ হৃদয়ের
 মধ্যে দেখে রাধা আর কানু । মুখে বলে
 রাধা কৃষ্ণ লোমাঞ্চিত তনু ॥ সগুণক বলে
 কোথা নাহি দেখিহেন । পুথি কোলে করে ছোঁ
 ডাকান্দেয়ামর কেন ॥ কৃষ্ণ না বলিহ বাছা

শুনহ বচন । যে বিদ্যা পডাই আনি করহ
 পঠন ॥ পুহাদ বলেন মুনি ওকথা না বুঝি ।
 রাধাকৃষ্ণ বলে যে তাহার পাদ পূজি ॥ পডি
 বার কালে পুথি দেখিতে না পাই । সকল অ
 ক্ষরে দেখি নন্দের কানাই ॥ পডিবার তরে
 মোরে অকারণবল । রাধাকৃষ্ণ ভজেমরি সেহ
 বরং ভাল ॥ সগুণমক বলে পুহাদ শুনরে ব
 চন । কৃষ্ণ নাম নিলে রাজা বধিবে জীবন ॥ মু
 নি বলে সুন বাছা হও সাবধান । ছাড়ও সব
 কথা যদি পাবে পুণ ॥ এত বুঝাইলা মুনি
 পুহাদের তরে । তবু সদা কাল রাধাকৃষ্ণ নাম
 করে ॥ কতোদিন পরেতে রাজার হইল সাধ
 দেখিব কেমন মোর পড্যাছে পুহাদ ॥ এত
 মুনি সগুণমক পুহাদে বুঝায় । বিদ্যার মহ
 লাহবে রাজার সভায় ॥ মহলার কালে তুমি
 হবে সাবধান । কদাচিত মুখে না বলিহ কৃষ্ণ
 নাম ॥ ভাল ২ বলি তবে অন্ধকার কৈল । বি

দায় হইয়া তবে নিজ গৃহেগেল ॥ মায় পরা
 ইয়া দিল রত্ন অলঙ্কার। স্নান ভোজন কৈলা
 তবে রাজার জমার ॥ পুত্ৰাদ হইবে মোর
 রাজ্যের ঠাকুর। এই পুত্র হইতে মোর দুঃখ
 জাবে দূর ॥ দূরন্ত তোমার বাপ জেন জন্ম
 কাল। কদাচিত্ত না বলিহ নন্দের গোপাল ॥
 পুত্ৰাদ বলেন সদা ধ্যান করি আমি। হেন
 কৃষ্ণ বলিতে নিষেধ করতুমি ॥ আমার নাগি
 য়া মাতা চিন্ত অকারণ। ত্রিভুবনে নাহি কৃষ্ণ
 ভক্তের মরণ ॥ পুত্ৰাদ বলেন অন্য দেখিতে
 না পাই। রাধাকৃষ্ণ বিনা মাত্র বড় ধন নাই
 কৃষ্ণের ভকত জেই সর্বদ্রেজয়। কৃষ্ণভজিমরে
 ভক্ত কোনশাস্ত্রেকর ॥ মায়েরে পুনামকরি
 মাগিল বিদায়। মুনির সংহতি শিষু সভা ম
 ধ্যেজায় ॥ হিরণ্য কসুপ যথা বসিয়া দেও
 য়ানে। শিষুসঙ্গে সগুণমকগেল সেইখানে
 ॥ দূরে হইতে পুত্ৰাদেরে দেখিবোরব। জেন

চান্দবলমল মুখখানি সুন্দর ॥ শিরেচুস্ব
 দিয়া কোলে করিলারাজন । পুহাদের যোগ^ল
 এই রাজসিংহাসন ॥ পুহাদের মুখহেরি কহে
 নূপমনি । শিকাহু কেমন বিদ্যা কহ দেখি
 শুনি ॥ পুহাদ বলেন শুন সারোদ্ধার বাসী ।
 রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রবিনা আরনাহি জানি ॥ নবীন
 জলদশ্যাম রাজিবলোচন । কিরীট কুণ্ডল
 বনমালা বিভূষণ ॥ অভয় পদারবিন্দ মনে
 করেযে । শাস্ত্রের ভূতেকবিদ্যা পড়িয়াছেসে ।
 এতউক্তি হইলযদি শিষুরবদনে । দূর ২ পাশী
 ঠ বসি হস্ত দিলকানে ॥ আমার কপালে করে
 তোর দোষ নাই । মিথ্যাশাস্ত্র সব বিদ্যা আ
 চার্য্যের ঠাঞি ॥ হরিকথা শ্রবনে অশেষ পাপ
 নাসে । গোবিন্দমঙ্গল বিরচিল কৃষ্ণহাসে ॥

কোথাগেলস গামক দৈত্য পাতিডাকে । এত
 দিন এই বিদ্যা পড়ালে^ল যাককে ॥ গুরু পুত্র

বলে সম্রাট করি উপরোধ । বুঝা ডরেকা পেযদি
 আমি করি কোথা ॥ সগুমক বলে রাজার অব
 ধান । দুষ্ট নাহি দেখি এই শিষুর সমান ॥ এক
 বলিতে আর বলে অন্যপথে চলে । এক ধ্যা
 নেবসি শিষু রাধাকৃষ্ণ বলে ॥ আমি যদি কাছে
 বসে উহাকে পড়াই । তবু বলে রাধাকৃষ্ণ সূনে
 সোনে নাই ॥ রাজা বলে মুনিবর সুননিবেদন ।
 জানিয়া এমন বিদ্যা পড়ালে কেমনে ॥ কৃষ্ণ
 নাহি ভজি আমি বৈষ্ণব নাই ॥ যেদেশে কৃষ্ণ
 র নাম সেদেশে নারই ॥ রাজা বলে মোর বংশে
 দ্বপুত্র হইল । কে মোর সোনার বাছা বৈরাগ্য
 করিল ॥ হিরণ্যক্য ভাই মোর প্রাণের সমান ।
 যুদ্ধ করি তাহাকে বধিলা ভগবান ॥ প্রাণের
 সমান মোর ভাই করে বধ । কুলের আচার
 বেটা ভজতার পদ ॥ সগুমক বলে রাজা মনদি
 য়াশুন । এবার পুহা দেলয় ॥ পড়াইব পুন ॥
 দুর্গানাম পড়াইব সগুমক বলে ॥ ভাঙ্গ ২ বলি

ইত্যাদি শাস্ত্রাদিগে ॥ পুত্রাদে লইয়া মুনি
 শূন গৃহে গেল । শূন শূন পুত্রাদ তোমারে
 মলি ভাল ॥ আমার বচন শূন মন করি দূত।
 যেবিদ্যা পড়াই আমি সেই বিদ্যা পড় ॥
 এবার মরিবা তুমি নৃপতির স্থানে । আর
 কভু রাধাকৃষ্ণ না বল বদনে ॥ পড়া শূনা
 ভতো বল মনে নাহি লয় । কেবল পড়য়ে
 মনে নন্দের তনয় ॥ এক মন চিন্তে রাধাকৃষ্ণ
 ভজে জেই । চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র সব জানে
 সেই ॥ পড়িবার তরে মোরোবল অকারণ ।
 পড়া শূনা সব রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥ সগুনক
 বলে বেটা শূনরে রাজন । হেন বুঝি হবে
 তোম নিকট মরণ ॥ বুঝাইলে নাহি বুঝে
 ইহাকব কায় । মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধ
 না খায় ॥ হাতে ধরি বসাইল আপনার
 কাছে । শাস্ত্রের পুশক করে কৃষ্ণবলে পাছে
 ॥ পুথি কোলে করে শিশু ভাষে অশু জলে

। গুরু ভয়ে মনোঃ রাখা বৃক্ষ বলে ॥ দিতে
 মাত্র আইসে পাঠ কৃষ্ণের রূপায় । মিথ্যা
 পুথি কোলে করি কৃষ্ণ গুণ গায় ॥ সগুণমক
 জায় তবে দূর করি বারে । পুহ্লাদ ভজেন
 কৃষ্ণ সেই অবসরে ॥ পুমে পুলকিত অক
 নাগিল ভাবিতে । সঙ্গি গনে পারি যদি বৈষ্ণ
 ব করিতে ॥ সঙ্গি গণ বলে পুহ্লাদ কোন
 মন্ত্র জান । সকলের আগে তুমি পাঠ পড়ে
 আন ॥ দয়ানাহি জনে তোমার আমরা দুঃ
 খ পাই ॥ কোন মন্ত্রে পাঠ সিদ্ধ মোরে কহ
 ভাই ॥ পুহ্লাদ বলেন বড় পুণ্ডিত পাবে মনে ।
 আইষ হরিনাম দিব সভাকার কানে ॥ সব
 শিষু আসি বলে পুহ্লাদের কাছে । হরিকে
 ভজিতে ভাই কার কান আছে ॥ পুহ্লাদ
 বলেন এ মনুষ্য দেহপায়্যা । কৃষ্ণ ভজি
 বার সন জায়রে বহিয়া ॥ জীবন সময়
 জায় ত্রি সঙ্গ কৌতুকে । বৃদ্ধ কালে জ্বর

হয় বল নাহি থাকে ॥ শিশুকালে দেখ
 ভাই হির থাকে চিত । পুথম কালেতে
 হরি ভজিতে উচিত ॥ দুষ্টবুদ্ধিগেল সভার
 পাইয়া সাধু সঙ্গ । রাধাকৃষ্ণ মুখে বলে পে
 মের ভরঙ্গ ॥ বুথা কাল গেল ভাই মিছা কাজ
 আছে । রাধাকৃষ্ণ বল বল ॥ পাক দিয়া নাচে
 কৃষ্ণরাম গোবিন্দ গোপালবনমালি । নাচয়ে
 সকল শিশু দিয়া করতালি ॥ আকাশে উঠল
 গিয়া সেই হরিবোল । পরস্পর কোলাঙ্গলি
 যনদেই কোল ॥ সপ্তমর্ক তাহা দেখ ॥
 অগ্নিহেন জলে । বৈষ্ণব করিল বেটা নগ
 রিয়া ছেল ॥ যে নাম লইতে বার ২ মানা
 করি । বুঝাইলে নাহি বুঝে বলে হরি ২ ॥
 হরিবোল শব্দ গিয়া আকাশে উঠল । হির
 ৭১কসিপু শূনে অধিক জানিল ॥ আরতি
 করিল রাজা তিন কোটি দূতে । ততক্ষণে
 ধর ॥ লইয়া গেল রাজশূতে ॥ পুহাদের

মুখ হেরি বলে নৃপমানি । কোন শাস্ত্র পাতি
 যাছ কহ দেখি শুনি ॥ মন মধে পুহাদ না
 জানে কৃষ্ণ ॥ যি বিদ্যা পড়্যাছি পিতা
 তার কথাকহি ॥ কি করিবে পড়া শূন্য কি
 করিবে আনে । হরি বিদ্যা বিনে পুহাদ অন্য
 নাহি জানে ॥ কৃষ্ণ রসে বাড়িগেল পুন্মের
 তরঙ্গ । রাজারে বুঝায় পুহাদ নাহি ভুর
 ভঙ্গ ॥ রাজা বলে কুলদ্বার দিক খান্ধক
 তোরে । মোর বংশে বৈরি কৃষ্ণ ভজ তার
 তরে ॥ থর ২ নৃপতি কাঁপিছে ক্রোধভরে ।
 মহা ক্রোধ করি তবে বলে পুহাদেরে ॥ জার
 নাম শূনে মোর পুণে জন্মেভয় । মানা করি
 তবু বেটা তার নাম লয় ॥ সর্বাঙ্গ পুড়িছে
 শূনে কম্প ২ বান । ভক্ত বলে পারি অগ্নি
 করিতে নির্বান ॥ পুহাদ বলে কৃষ্ণনাম
 অন্তরে ধৈর্য । দেখ দেখি মন মধে কত
 সুখ পায় ॥ মন মধে কৃষ্ণ বল গলে মালা

দিয়া । রাখা কৃষ্ণ বল পিতা একচিহ্ন হৈয়া
 অন্তরে আনন্দ হবে তাপ জাবে দূর । তবত
 বৎসল কৃষ্ণ দয়ার ঠাসুর ॥ রাজা বলে যে
 নাম শুনিলে অঙ্ক জলে । বার ২ আমারে
 সে নাম নিতে বলে ॥ মার ২ বলিয়া রুশিল
 মহারাজ । মারহ পাঁপীঠ বেটায় রাখা
 নাহি কাজ ॥ রাজার নিকটে স্থিত তিন
 কোটি সেনা । রাজ আজ্ঞা পাইয়া রুশিল
 সর্বজন ॥ কেহ মারে নাতি চড কেহ ধরে
 গলা । পুহ্লাদ বলেন কৃষ্ণ রাখ এই বেলা ॥
 দডি হাতে দিয়া বাক্কে তাহে দিয়া ডোর ।
 কৃষ্ণ ভজে পুহ্লাদ যেমন হইল চোর ॥ সকল
 কাতিয়া লয় পরায় কপিন । ঘর ছেড়া
 লোক জেন হয় উদাশিন ॥ হাতে পায়ে দডি
 দিয়া পুহ্লাদেরে বাক্কে । পঞ্চম বৎসরের
 শিশু কৃষ্ণ বলে কান্দে ॥ অতরণ লুট্যা নৈন

দূরে গেল বেশ । গন্ত কাটী পুহাদের পোতে
 অঙ্গ দেশ ॥ রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র তবে পুহাদ করে
 ধ্যান । গোবিন্দ মঙ্গল গীত কৃষ্ণদাস গান ॥

বামে বাক্কেছে চুড়া টানিয়া আধন কালিয়া
 ॥ ধুয়া ॥ শুবণে শুনিলে ইহা রোগ শোক
 খণ্ডে । ইহ লোকে সুখ ভুঞ্জে যম নাহি দণ্ডে
 হরি ভজে পুহাদের সংশয় জীবন । মাথায়
 হাত দিয়া কান্দে জত শিশুগণ ॥ চারি দিগে
 কান্দেনতে পুহাদ বেডিয়া । কোথা কারে
 জাহ আনা সভারে ছাড়িয়া ॥ কেনবা ভজিল
 কৃষ্ণ মরিবার তরে । হেন কোথা শূনি নাই
 কৃষ্ণ ভজে মরে ॥ মাথায় হাত দিয়া কান্দে
 করে হায় ২ ॥ সতে গীয়া পডি চল নৃপ
 তির পায় ॥ বাঁচেত বাঁচিব চারি জনার
 জীবন । মাঝেত মরিব নহে ভাই চারিজন ॥
 রাজার নিকটে তোমায় বাঁচাইব চল । রাধা

কৃষ্ণ নাম যদি আর নাহি বল ॥ পুহ্লাদ বলে
 ন মিছা মিছি কাল গেল। রাধা কৃষ্ণ ভজে
 মরি সেই বরং ভাল ॥ বরং রাধা কৃষ্ণ ভজে
 পরান ছাড়িব। রাধাকৃষ্ণ নাম আমি ছাড়িতে
 নারিব ॥ ইহকালে পরকালে কৃষ্ণ মোর বন্ধু।
 মুখে তুল্য। দেহ গঙ্গা জল বিন্দু ২ ॥ পুণে
 মরি আমি হে তাহাতে নাহি দায়। এই সে
 কারণ মোর অশ্রু জল বয় ॥ কাতর হইয়াছি
 আমি এইটা ভাবিয়া। ভজিতে নারিনু কৃষ্ণ
 কথক কাল জিয়া ॥ সমুখে দাওয়া আস্য
 অনুজ সহ ভাই। এজন্মের মত যে বিদায়
 হইয়া যাই ॥ তোরা কি করিবি মোর পরমা
 ই নাই। সকলে বিদায় মাগ অভাগার ঠাই
 ॥ আমার বচনে সভে কর এই কাম। ভয়
 পায়্য নাছাড়িহ রাধাকৃষ্ণ নাম ॥ কাছে
 আস্য। আমারে দেখহ সর্ব জন। উপকার
 কর মোর নিকট মরণ ॥ জীয়াস্তের উপকার

নহেত পদার্থ। মৃত্যুকালে কৃষ্ণ বলাও হই
 চরিতার্থ ॥ পথের সম্মল মোর হরি কৃপা
 সিন্ধু। মুখে তুল্য দেহ গঙ্গা জল বিন্দু ২
 ভায়ের সাহায্য ভাই কর এই বেলা। গলায়
 গাঁথিয়া দেহ তুলসীর মালা ॥ কৃষ্ণ নাভজি
 য়া মরি বিধি হইল বাম। সর্বাঙ্গ লেখহ
 মোর রাধাকৃষ্ণ নাম ॥ রাধাকৃষ্ণ ২ বল সর্ব
 জনে। বলিতে না পারিব কৃষ্ণ সুনিব শ্রবণে ॥
 ইহার নাগিয়া আমি হইয়াছি অলি। তিলে
 তিলে কৃষ্ণ বলায় পাছে আমি ভুলি ॥ এই
 সকল কর্ম কর মৃত্যু কাল ক্রমে। মৃত্যু জেন
 হয় মোর কৃষ্ণানন্দ প্রসে ॥ কপালে তিলক
 দেহ গায় দেহ ছাপ। সতে কৃষ্ণ গুণ গাও
 হকুমোর ভাব ॥ মাতা সম গুরু নাহি সর্ব
 শাস্ত্রে জানি। মৃত্যু কালে নাদেখিনু কয়াধু
 জননী ॥ মায়ের সনে দেখা হইল এই কথা
 বল। কহিয়ে তোমার পুত্র কৃষ্ণভজে মৈল ॥

কোথায় আছহ মোর কৃপা সিন্ধু হরি । তো
 মার আশ্রয় লৈয়া পুণে আমি মরি ॥ লো
 কে অপজস গাবে লাজ পাবে তুমি । তব
 নাম লৈয়া পুণে যদি মরি আমি ॥ আমিহ
 মরিয়া যাই তাহা বুঝি পাছে । বড় শঙ্কা হয়
 পুত্ৰ সত্ৰ হাসে পাছে ॥ কাঁকালি পর্যন্ত
 মোর অঙ্গ গেল পোতা । ঠাকুর বৈকুণ্ঠনাথ
 তুমি গেলে কোথা ॥ কৃষ্ণ বিনা বৈষ্ণবের
 মহিমা কে জানে । পুহাদের রোদন কৃষ্ণ শূনে
 নিজ কানে ॥ স্বর্গে রহি কন বাছা চিন্তা করঙ্গুর
 সাক্ষাত হইনু আমি তোমাব ঠাকুর ॥ কাহা
 র যোগ্যতা আছে কৃষ্ণ ভক্ত লভে । ছায়া
 কপে আমি তোমার আছি সঙ্গ ২ ॥ বৈষ্ণ
 বেরে ঘুনা করি করে অহঙ্কার । কণ্টক পুরায়
 সেই দুঃখের দুয়ার ॥ সুখ ময় মহাশয়
 বৈষ্ণব ঠাকুর । জার নাম লৈলে পাপ তাপ
 জায় দূর ॥ রহিল বৈকুণ্ঠনাথ তক্ত অনুপম

দ্বিভূজ মুরালি ধারি নটবরশ্যাম ॥ অভয়
 দিলেন পুত্ৰ নিকটে থাকিয়া । চান্দ মুখ
 মোছান কৃষ্ণ পীত ধড়াদিয়া ॥ ভয় নাহি
 বাছা তুমি হইয়া থাক স্থির । সুদর্শনে আ
 ছাদিলে ভক্তের শরীর ॥ বরিসার ধারা জেন
 ঝাকে ফেলে বান । সুদর্শনে তেঁকি বান হয়
 খান ২ হার কথা শ্রবণে অশেষ পাপ নাশে
 গোবিন্দ মঙ্গল বিরচিল কৃষ্ণদাসে ॥

নন্দের নন্দন পদ সেবরে ॥ ধূয়া ॥

রাজা বলে দুষ্ট বেটা পুণের বৌরি হইল ।
 এতক দুর্গতি কৌনু তথাপি না মৌল ॥ ধার
 বারা মন্ত্ৰ বেটা পাইল কার ঠাঞি । অস্ত্রে
 সস্ত্রে দুষ্ট বেটা তেঁকি মৌল নাই ॥ হাতির
 পদ তলে বেটাকে দেহ ফেলাইয়া । আনি
 লেক গজ তবে রাজ আক্কা পায় ॥ হাতে
 গলে বান্দিয়া হাতির তলে ফেলে । পুহাদ
 বলেন পুত্ৰ কোথা কারেগেলে ॥ এই দেখ

আমার বন্ধন দুটী হাতে । কোথা গেল
 বিপত্তে রাখহ জগন্নাথে ॥ সমুদ্রে হইলা পুতু
 ভকতের বোলে । ভয় নাই বাছা বলে ভক্ত
 নিলা কোলে ॥ বন্দনের দুঃখগেল কৃষ্ণকে
 দেখিয়া । নির্ভয় কৃষ্ণের ভক্ত রহিল বসিয়া ॥
 কৃষ্ণভক্ত দেখি হস্তি গলা হেলাইল । দেখিয়া
 নৃপতি তবে বড় ভয় পাইল ॥ রাজা বলে দুষ্ট
 বেটা মরিয়া না মরে । রাজাবংশে জন্মি বেটা
 বুথা পুণ ধরে ॥ না মরিল রাজ পুত্র করে
 মহাদর্প । ততক্ষণে আক্রায় আনায় কাল
 সর্প ॥ খাওয়ায় সকল সর্প পুহ্লাদের গায় ।
 শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ভক্ত ডাকে পরিত্রায় ॥ রাখা
 কৃষ্ণ ডাকে অহ নিশি । আক্রা দিলা মহা
 রাজা খাওয়া ইতে বিষ ॥ পুহ্লাদ বলেন কৃষ্ণ
 রাখ এই বেলা । বলিতে না পারিব কৃষ্ণ পাছে
 ধরে গলা ॥ এক মনে ভকত ভাবিছে
 নারায়ণ । শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বিষ কৈল নিবেদন ॥

ভক্তে বিষ নিবেদিল। নিলো ভগবান। সেই
 বিষ হৈল জেন অমৃত সমান ॥ ভক্ষণ করিল
 বিষ পুহাদ ভকত। পুহাদ বলেন রাজা বিষ
 সুদএত ॥ রাজা বলে ধরে আন মোর বিদ্য
 মান। কুলঙ্কার পাগি বেটার না হৈল মরণ ॥
 সুনি দৈত্য গণ ধরে পুহাদের জটে। শূনে ১২
 লৈয়া দিল রাজার নিকটে ॥ রাজা আজ্ঞা
 পাইয়া পর্বত হৈতে ফেলেন। পুহাদ বলেন
 কৃষ্ণ কোথা কারে গেল ॥ শূনে ১৩ পুহাদ
 কোলে কৈলা নারায়ণ। জঘন সয্যায় জেন
 করিল। সয়ন ॥ মৈল ২ বলি সভে করে হায়
 হায়। পূর্ণিমার চন্দ্র জেন গড়া গডি জায়।
 তাহে মৃত্যু না হইল চিন্তয়ে দৈত্য রায়।
 অনুচরে ডাক্য। পুন ক্রোধ মুখে কয় ॥ দ্বারে
 কপাট দিয়া রাখ বন্দি করে। আহা নহি
 লে জেন পাগী বেটা মরে ॥ রাজ আজ্ঞা
 পাইয়া দূত বিনয় না করে। দ্বারে কপাট

দিয়া রাখে বন্ধি ঘরে ॥ অন্ধকারে রহে ভক্ত
 আনন্দিত কায় । এখানে বাঁচিব কৃষ্ণ ভোনা
 র কুপায় ॥ বৈষ্ণবের মর্যাদা কি জানিবে
 বর্ষরে । আহা নহিলে নাকি কৃষ্ণ ভক্ত মরে ।
 কৃষ্ণানন্দ পুমে তার পূর্ণিত উদর । এক
 পক্ষ আছে শিশু ঘরের ভিতর ॥ পক্ষান্তরে
 মহারাজা দূতে আক্রান্তা দিন । দেখ দেখি দুট
 বেটা জীয়ে কিবা মৈল ॥ কপাট ঘুচায়
 তবে দেখে দূত গণ । মরে নাহি করে শিশু
 হরির ভজন ॥ কেহ বলে হুট পুটা দেখি
 কলেবর । উপবাসি থাকে বেটা হইয়াছে
 সুন্দর ॥ রাজা বলে দূত বিলম্ব নাকর ।
 বলে রাজা অগ্নি জুও করি মার ॥ রাজা
 র আদেশে দূত অগ্নি জুও নাছে । শুনিয়া
 হইল সঙ্ক। সংসারের মাজে ॥ জালিলেক
 অগ্নি জুও পরসে আকাশ । দুর্গ বাসী দেব
 গণের লাগিল তরাস ॥ তুলসীর নালাগলে

কৃষ্ণ রস গিয়া । হরিনাম বিনা ভক্ত নিতেক
 নাজিয়া ॥ অগ্নিতে ফেলিয়া দিল হাতে গলা
 য় বাহু ॥ কয়াধু জননী তার বাহিরায়
 কান্দে ॥ জন্মিয়া আমার বাছা কৃষ্ণ ভজন
 কর । কোথা করে গেল কৃষ্ণ তুমি পুড়া মর
 ওহে পুত্ৰ নারায়ণ এখন কোথা গেলে । এ
 হ্যান সুন্দর পুত্রে অগ্নি জেওফেলে ॥ তোমায়
 ভজিয়া মোর বাছা মরে পুড়া । তবে তব
 নাম না লইবে ক্ষতি বুড়া ॥ নামের মৰ্য্য
 দা আজি হইতে খাট হইল । লোকে বলিবে
 পুত্ৰাদ ভক্ত কৃষ্ণ ভজে মৈল ॥ শুনিয়াছি তব
 নাম পতিত পাবন । তবে কেন আমার দশা
 হইল এমন ॥ ধিক ২ আমার জীবনে নাহি
 সাধ । দেখা দয়া পুণ্য রাখ শোনার পুত্ৰাদ
 হরি বলে ন্যচ হরি বলে গুণ গাও । সেই
 পুণ্য ফলে নাছা তুমি পুড়া জাও ॥ কাহারে

কহিব দুঃখ আমি অভাগিনি । কৃষ্ণভজে মরে
 শিষ্য কত নাহি সুনি ॥ এখন কোথায় গেলে
 দেবনারায়ণ । কৃপা করি রাখ মোর বাছার
 জীবন ॥ কয়াধু কাতোরা দোখ হইল দৈব
 বানী । ভক্তের মরণ নাহি না কান্দহ তুমি
 ॥ হরি কথা কহ ভাল একথা দূত । বৃষ্ণ দাস
 বলে মোর ভরশা আছে বড ॥

হরি ভজে পুহাদের সংসর জীবন ॥ হরি ভজ
 রাত্রদিনে কি ভাব করিয়া মনে কোথা তোর
 গেল নারায়ণ ॥ হরি ভজ্যা এই দশা হৈল
 কার কথা নাশুনিলে হরি পদ আরা ধিলে
 তেঞি মোর পুণ বাছা মৈল ॥ যে কৃষ্ণ ভজ
 না করে সঙ্কটে যে জন মরে তাহে কৃষ্ণ দান
 বের ঐরি । সত্ৰু হয় গোবিন্দেরে ভজিলা না
 না পুকারে তোমারে বধিলা সেই হরি ॥
 মানা কৈল তোমার বাপ না শুনিল। মনস্তাপ
 নানা কৈল নগরের লোক । না শুনিল। গুরু

রবোল তেত্রি এতো গঙগোল অভাগীর
 কপালে পুত্র সোক ॥ ভতোদিন হৈলা বালা
 গলায় তুলসী মালা রাজা হইয়া শান্ত কপে
 থাক । বুন্যা বুন ঠাঞি ২ ক্ষুধা তুষ্ট কিছু নাই
 অবিরত কৃষ্ণ বলে ডাকে ॥ সে হরি তোর
 হইল কাল হরি ভজে জঞ্জাল কেনবা ভজিনা
 তুমি হরি । সেই পুতু নারায়ণে নাহি চান
 তোমা পানে মারিলা কপট কপ ধরি ॥ হেন
 কৃষ্ণ ভজ বাছা নহে কেন হেন দশা আমার
 কপালে সব করে । কবি কৃষ্ণ দাস কয় ভক্তের
 কাহারে ভয় কৃষ্ণ ভক্ত কখন না মরে ॥

চাঁদ মুখ না দেখিয়া পরান বিদরে ।
 শত্রু ভাবে জন্ম বাছা আমার উদরে ॥ না
 বলিয়া আরকে ধরিবে মোর গলা । উপদ্রুপ
 কে করিবে ভোজনের বেলা ॥ দেখা দিয়া
 পুণ্য রাখ তোর মাতা মরে কান্দে । অন্ন

ব্যঞ্জন আর কারে দিব রাখ্যা ॥ অল্পকালে
 এই ছিল অভাগীর কপালে। কাহারে ভুজাব
 অন্ন সুবর্ণের থালে ॥ পৃথীবিতে জত শোক
 নুজিল গোসাঞি। পুত্র শোক হইতে মোর
 বাড়া শোক নাই ॥ কার অপরাধি ছিনু কেবা
 দিলে গালি। পুত্র শোকে অভাগীর জীউ
 হইল কালি ॥ কনক পালঙ্ক তাহে সয্যা
 মনোহর। সয়ন করিয়া থাক তাহার উপর ॥
 তাহাতে না হয় নিদ্রা অশুক সয়নে। অগ্নি
 কুণ্ডে বাছা মোর রহিল কেমনে ॥ পাতোল
 মায়ের বাছা কার মুখ চায়। অনলের তাপে
 আর কত নিদ্রা জায় ॥ পিয় সঙ্গি ভাই
 তোর ধুলায় ধুসর। তোমা লাগি কান্দে
 মতে না দেহ উত্তর ॥ অগ্নিতে পড়িতে জায়
 পড়া সঙ্গি ভাই। ধরিয়া রাখয়ে তাসভার
 বাপ ভাই ॥ তাসভার বাপ ভাই বুঝায়
 সভারে। পরের লাগিয়া নাকি পর পুড়্যা

মরে ॥ পুড়িতে না পাইয়া তাদের অধিক
 শোক বাড়ে । পুহাদ বালিয়া তারা ঘন ডাক
 ছাড়ে ॥ তোমা মনে পুড়া জেন এক সঙ্গে
 ভাই । জন্মে পাই জেন তোমা হেন ভাই
 ॥ কেহ বলে এই কথা মনে নাহি ধরে । কৃষ্ণের
 ভজনা করি কেবা কোথা মরে ॥ আগম নিগ
 ম বেদ শুন্যাছি পুরাণে । কৃষ্ণ ভক্তের মরণ
 নাহিক কোনখানে ॥ হরি কথা কহ ভাই এ
 কথা দূত । কৃষ্ণ দাস বলে মোর ভরসা আছে
 বড ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

আকাশে উঠিল অগ্নি বড বিপজ্যয় এমন অগ্নির
 মধ্যে কৃষ্ণ ভক্ত রয় ॥ বৈষ্ণবের শিরমনি বড
 গুণ ধাম । তিলেক না ছাড়ে ভক্ত আর কৃষ্ণ
 নাম ॥ আপনি আইলা অগ্নি মূর্তি বস্ন হয় ॥
 । কহিতে নাগিল অগ্নি সনমুখে দাডায় ॥
 কৃষ্ণের ভকত তুমি সুন্দর চরিত্র । তোমা পর

সিয়া আমি হইনু পবিত্র ॥ ধর্ম কর্ম করে
 যে পশ্চাদে ফল পায়। সাধু দরশন মাত্র
 পাপ দূরে জায় ॥ শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়া যে অগ্নির
 উঠে বল। ভক্ত কোলে বৈশে অগ্নি হইয়া
 শীতল ॥ মৈলং বলি সতে গও গোল করি।
 অগ্নির ভিতর গুহাদ বলে হরিং ॥ দেখিয়া
 অভার লোক কানা কানি করে। কৃষ্ণের ভকত
 ভাই সেহ নাকি মরে ॥ অনু চরে ডাক দিয়া
 নরপতি বলে। এবটাকে ফেলে লৈয়া সমু
 দ্রের জলে ॥ রাজার আদেশে সতেসেনা গণ
 বান্দে। রক্ষাকর কৃষ্ণ বলে রাজ পুত্রকান্দে ॥
 হাতে গলে বান্দিয়া সমুদ্র জলে ফেলে।
 গুহাদ বলেন কৃষ্ণ কোথা কারে গেলে ॥ কৃষ্ণ
 ভক্ত দেখিয়া সমুদ্র মনে বুঝে। পাদ্য অব
 দিয়া পদ গুহাদের পূজে ॥ ধৈর্য্যে রহিল
 শিশু বাহু জ্ঞান নাই। কৃষ্ণের ভকত ভাসা
 তুলে ঠাণ্ডি ॥ তিলেক নাজীয়ে গুহাদ কৃষ্ণ

নাম মিলে । থ্যাম ভক পুত্ৰাদেব হইল কত
 দিলে ॥ হাতের গলার দড়ি সব গেল খসল ॥
 হরি নাম বলে মুখে আনন্দেতে ভাসে ॥
 পুত্ৰাদেব বলেন হিরণ্যকশিপু নাহি মৈল । মো
 র বাপ হইয়া সেহ অবৈষব হৈল ॥ যেথা
 নে থাকিব আমি সেই খানে পাব । আর
 এক বার পিতার নিকটে জাইব ॥ কোন
 কপে তার যদি জন্মে ভক্তি লেশ । বাপেরে
 বৈষব করিতে চলে নিজ দেশ ॥ অনেক
 ক দিনের পরে বড় শোক হৈল । সমুদ্রে ডুবি
 য়া গিয়া পুত্ৰাদেব বাছা মৈল ॥ বড়ই নিষ্ঠুর
 আমি জীয়ে নাহি সাধ । সমুদ্রে ফেলিনু
 টানে শোনার পুত্ৰাদেব ॥ উপানিত পুত্ৰাদেব
 ভারিতে পুত্র শোক । দেখি শুক হইল জত
 নগরের লোক ॥ পুত্র পায়ণ রাজার আনন্দে
 র নাহি ওর । শিরে চুষে কোলে কৈলা বাছা
 আইশ মোর ॥ মিছা না কহিও মোরে কহ

দেখি সাঁচা ! পূর্বের দুর্মতি দূর হইয়াছে
 বাছা ॥ শুনিয়া পুহাদ কন বাক্য অনুপাম ।
 শুমতি জমতি মোর রাখা কৃষ্ণ নাম ॥ হরি
 কথা শ্রবণে অশেষ পাপ নাপে ! গোবিন্দ
 মঙ্গল বিরচিল কৃষ্ণ দাসে ॥ ॥

শুন পুত্র কহি বানি সত্য করি কহ শনি
 কোথা তোর থাকে নারায়ণ ! যদি তোর
 গুণ থাকে ডাক্য আন দেখি তাকে হরি তো
 র দেখিব কেমন ॥ ভাই ভগ্নি পরিবার কেবা
 মাতা পিতা তার কোথায় নিবাস করে সে !
 জনমিল কোন অংশে উতপত্তি কেমন বংশে
 সন্ধান করিয়া মোরে দে ॥ মোর সনে তার
 কক্ষা সে তোরে করিল রক্ষা নানা অস্ত্র না
 কুটিল গায় । বিষন হস্তির ঠাণ্ডি পরিব্রাণ
 মাত্রে নাই কিরূপে বাঁচিলা তুমি তায় ॥
 বিষপান করি বাঁচ অদ্যপি আনন্দে আছ
 ফেলাইনু সমুদ্রের জলে । গিরি উচ্চতর হলে

তোমারে ঠেলিয়া ফেনে তাহাতে লঙ্ঘনা
 কুতুহলে ॥ অসুরের বাক্য দূঢ় প্রহ্লাদ আনন্দ
 বড় নিবে দিতে জোড় হাত করি । এমন দুর্গম
 ঠাঞি আমার বিনাশ নাই সঙ্কটে বাঁচান
 মোরে হরি ॥ হরিকে ভকতি জার পুন জন্ম
 নাহি তার অন্তে হরি হন উপকার । অনাদি
 অচিন্ত ময় হেন হরি মহাশয় বৃদ্ধ। ইহল
 নাভি পদে জার ॥ সর্ব ভূতে অধিষ্ঠান থাকেন
 সেই ভগবান হরি ছাড়া নাহি কোন থানে
 । বার ২ এত শুনি ক্রোধে ভলে নৃপ মুনি
 কহিছে বালক বিদ্য মানেন ॥ ক্রোধে বলে নৃপ
 বর শুন মোর উত্তর দেখিব কেমন কৃষ্ণ তোমার
 । কবি কৃষ্ণ দাস বলে প্রহ্লাদ উত্তর করে সর্ব
 ঘটে আছে হরি মোর ॥ ॥ ॥

হিরণ্য কসিপু বলে দূঢ় দর্প করি । হরিকে
 ভজিলে বেটা কোথা তোমার হরি ॥ এই ফাটা
 কের স্তম্ভ দেখি তোমার কাছে । ইহাতে কি কহ

তোর হরি নাকি আছে ॥ শুনিয়া পুহাদের
 আনন্দিত মন । এই ফাটীকের শুণু হরি ছা
 ডানন ॥ জীবা আয় থাকেন হরি ভাবেন পুহা
 দ । শুণু মধ্যে কহিলাম বউই পুমা দ ॥ ভক
 তের বাক্য হরি পালি বার ভরে । পুবেশ
 করিলা আসি শুণুর ভিতরে ॥ দেখিব কেম
 ন হরি শুণু তোর বটে । মুকটী মারিল রাজা
 সেই শুণু ফাটে ॥ মারিল মুকটী শুণু কোথে
 নৃপবর । বাহির হইলা হরি নৃসিংহ অবতার
 ॥ দেখিতে ২ তনু বাড়ে বিপর্যয় । আকাশে
 উঠিল চুড়া ত্রিভুবনে ভয় ॥ কোটি ২ সূর্য
 তেজ বউই বিসাল । বজ্রের সমান নখ ভেদক
 পাতাল ॥ ত্রিষূল গজ্জনে গজ্জ করাল বদন
 । কত কোটী সূর্য জিনি বিকট দর্শন ॥ বিশ্ব
 টলমল করে চরণের ভরে । তপস্বি তেজিল
 মুনি কম্পীত অন্তরে ॥ রাজার আদেশ যত
 দৈত্যগণ ধায় । নানা অস্ত্র ফেলেন ভে নৃসিং

হের গায় ॥ চারি দিগে নানা অস্ত্র ফেলিছে
অসুর । গিলিতে পার্বত হইল নৃসিংহ ঠাকুর

। গজিয়া নৃসিংহ তবে গদা ঘাত কৈল । শব্দ

শুনি সবলোক চমকিত হইল ॥ পড়িল দৈত্য

র নাথ গড়া গড়ি জায় । ধাইয়া নৃসিংহ তবে

ধরি বারে জায় ॥ চিত বরি তাহাকে ফেলিল

ভগবান । নখে বিদারিয়া তারে কৈলা দুই

খান ॥ হরি মুখ নিরক্ষিয়া পুণ ত্যাগ কৈল

। হরি হরি জয়ধ্বনি ত্রিভুবনে হৈল ॥

দেবগণ পুন বৃত্তি করে বারেবার । নৃসিংহের

দ্রুপে ত্রিভুবন চমতকার ॥ দৈত্যনাডি ছিডি

মালা পরিলেন গলে । সিংহ সনে নৃসিংহ

বসিলা অন্তরালে ॥ ভারে টলমল ক্ষিতি

কাপয়ে ভুবন । লক্ষী দেবি চাহি বৃক্ষা বলেন

বচন ॥ রসা তল জায় দেখ এইত পৃথিবী ।

আপনে ঈশ্বর সাম্য কর লক্ষীদেবি ॥ লক্ষী

বলেন মোর সাধ্য নহে কদাচন । পুত্রে

স্তুতি করেণ জত দেব গণ ॥ সেইত নৃসিংহ
 রূপ দেখি বার তরে । ব্রহ্মা আদি দেবগণ
 রহে শূন্য তরে ॥ পুত্ৰাদেৱে স্তুতিকরে জত
 দেবগণ । তোমার সমান, ভক্ত নাহি ত্রিবুবন
 ॥ সাম্য কর নারায়ণ তবে সাম্য হয় । রসা
 তল জায ক্ষিতি তার নাহি সয় ॥ দেবতার
 বোলৈ পুত্ৰাদ করেণ স্তবনাসাম্য হয় নারায়ণ
 পতিত পাবন ॥ সাম্য মুক্তি ইইয়া বলেন
 গদাধর । মোর স্থানে মাগিলহ মননিত বর ॥
 ভকতেরে বর জাচে অখিলের পতি । জন্মে
 তোমার চরণে থাকু মতি ॥ দিলাম বর
 বলেন গদাধর । পুন স্বার দিব তোরে আর
 এক বর ॥ পুত্ৰাদ বলেন যদি ইইলা সদয় ।
 পুন স্বার এই বর দিতে আক্ৰা হয় ॥ শত্রুভাবে
 পিতা তবনিন্দিত বিস্তর । তার জত অপরাধ
 ক্ষেম গদাধর ॥ পুত্ৰ কহেন পুত্ৰাদ মনের

কথা কই । চির কাল আমি ভকতের বন হই
 । মোর মনে তব পিতা জুবিল বিস্তর ॥ এই
 দেখ মাল চিহ্ন আজেতে আমার ॥ মোর
 পুণ্য ধন তুমি সুনরে পুহাদ । তোর গুণে
 ক্ষেমিলাম তোর বাপের অপরাধ ॥ ভাল
 বল্যা পুত্ৰ নিলা নিজ পূজা । সেই দেশে
 পুহাদেরে করিলেন রাজা ॥ শত্রু ভাব করি জদি
 দৈত্য রায় মেল । জয় জয় হরিধনি ত্রিভূ
 বনে হৈল ॥ গোবিন্দ মঙ্গল গিত কৃষ্ণ দাস
 গান । পুহাদ চরিত্র এতো দূরে হইল সমা
 ধান ॥ পুহাদ চরিত্র সমাপ্ত ॥ * ॥ * ॥ *

প্ৰতিশ্ৰুতি
ধাৰা

যদিও আমি জানি যে
তোমার মনোবল
যেখা আমার মন
পুণ্য ধন তুমি মুক্ত
কেনি জানি তোমার ব্যাপার
কল্যাণ সুত নিম্না নিম্ন
পুণ্যধারের পরিচালনা
মৈত্রী বন্ধু মৈত্রী
বন্ধু বৈশাখ ১১ গোবিন্দ চন্দ্র

চাঁচা গীতীপ্র

চাঁচা

জানি ১ পুণ্যধার চন্দ্র
জানি ১১ পুণ্যধার চন্দ্র



পত্রের ধারা ।

৩৫

শ্রী গুরু চরণ পদম বন্দিয়া মস্তকে । পত্রের
নিয়ম কিছু কহিব সংক্ষেপে ॥

পিতামহ মহাশয় করিয়া পুণতি । সেবকানু
সেবক বলিয়া লিখে পাতি ॥

পিতা জেঠা খুড়া আদি যত সমতুল । জ্যেষ্ঠ
মধ্যম আর শ্বশুর মাতুল । জ্ঞাতি বন্ধু আদি
করি যত গুরু জন । সেবক পুণাম করি লিখে

নিবেদন ॥ পরম পূজনীয় বলি দিবে শির
নাম । পত্রের নিয়ম এই স্থির করিলাম ॥
ছোট ভাই পুত্রাদি ভাগিনা যত থাকে । পরম
শুভাশী বলি পত্র লিখে তাকে ॥ মহল
উন্নতি করি লিখিবে আশীষে । পরম কল্যা
ণীয় বলি শিরনামা শেষে ॥

পুত্রনাহি নারী স্ত্রীমিকে লিখে যদি । স্তুতি

সেবিকা বলি লিখিবে যুবতি ॥ নহামহিম
বলি শেষে দিবে শিরনামা । পত্র লিখিবার
রীতি শুন সর্বজনা ॥

কন্যা পিতাকে লিখে করিয়া পুণাম । পরম
পূজনীয় বলি শেষে শিরনাম ॥

ভগিনীপতি যদি হয় অতি সুলক্ষণ । আজ্ঞা
কারী করি তাকে লিখে নিবেদন ॥ মধ্যম
কনিষ্ঠ যদি হয় ভগিনীপতি । নমস্কার করিয়া
তাহাকে লিখে পাতি ॥

শশুরের পুত্র যদি স্ত্রীর হয় বড় । তাহাকে
লিখিতে পত্র বুদ্ধি চাই দূত ॥ ধনে মানে
কূলে শীলে থাকে সমস্তোষ । আজ্ঞাকারী
করিয়া লিখিতে নাহি দোষ ॥

দেশের জমীদার যদি হয় মসলমান । বনে
চাকর বলি লিখিবে সেলাম ॥ ক্ষেত্রি কিম্বা
শুদ্র যদি হয় নরপতি । আজ্ঞাকারী করিয়া
তাহাকে লিখে পাতি ॥ দেশের জমীদার যদি

হয়ত ব্রাহ্মণ । সেবক পুণাম করি লিখে নিবে
দেন ।

আজ্ঞাকারী পাঠ লিখে বড় জনে । বিনয়

সম্বাদ লিখে পুণাম নিবেদনে ।

সমানে২ লিখে তুদীয় বলিয়া সম ভাবে

লিখে তাহে নমস্কার করিয়া ॥ কিঞ্চিত

কহিনু এই সংক্ষেপ অক্ষরে । সম্বৎ লিখিবে

পত্র এই অনু সারে ॥

শুভকরকৃতা আৰ্য্য ।

সংখ্যত ।

সারদার পদযুগে পুণতি বিস্তয় । তারপরে

বন্দিব পার্বতী মহেশ্বর ॥ কায়স্থ বালক শুন

সংখ্যত সন্ধান । চারি রেগনায় হয় ওরক

পুমাণ । দীর্ঘে পুস্ত্রে চারি ভাঁজে ওরক

ভাজিবে । ষোল কলায় ওরক সমান সাজা

হ

ইবে । ডাহিনে বামে দুই জিলা দুই২ রেগনা ॥
 পুথম রেগনায় হয় চারি মহলের থানা । মুস
 দ্ধর হরফ আর দফাতকরত । বামের জিলের
 মধ্যে বৃত্তের বসত ॥ পুধান কাগজ চিঠা জ
 করি জমী ইহার বৃত্তান্ত কিছু কহি শুন আমি
 ॥ বৃত্তে বিতারিখ দিলে রোজ তার পর ।
 তদন্তে দিনায় জমী লিখি মুসদ্দর । লিখিবে
 আসামী জমী জিনীস সকল । সরদ পত্তন
 করি সকল মহল । খোদকহা পাইকহা রায়
 তির তলে । ভাগ পাতকর আদি খামারেতে
 বলে ॥ যে যার তফসীল আছে লিখি সাব
 ধানে । মহল খাটাবে সব স্যাখত সন্ধানে ॥
 চারি হাতে কাঠা হয় বিশ কাঠায় রসি । দীর্ঘ
 পুহ জমী মাপি সারা কালি কসি ॥ তদ তদু
 তপ তপু দিকের নির্ণয় । চিঠায় বেরিজ দিলে
 চিঠা পূর্ণ হয় ॥ বাছনি করিয়া চিঠা শফা
 তুলি সব । সদর বাকিলে হয় চিঠা মুরত্তব ॥

রোজ ২ খতিয়ান পৈঠা বলি তায় । যারযত
 জমী সব হয় একজায় । একোয়াল বাকিলে
 জমীর জমাবন্দি । জমাবন্দি হইলে হয় কাগ
 জের সন্ধি ॥ কমি বেশি জমী জমা সব জানা
 যায় । বহাল বেরিজ আদী সব থাকে তায় ।
 জমাবন্দি কাগজ বাখানি সর্ব দেশে । জমা
 বন্দি হইলে সব জানায় বিশেষে ॥

তদন্ত তলব বাকী তৌজী মাসে ২ । তহসীলের
 টাকা সব রোজনামায় আইসে ॥ রোজ নামা
 বৃন্তে বিতারিক আগে লিখি । তদন্তে দিনায়
 পোতা মুসজ্জরে রাখি । বিলায়তি বাজে জমা
 তাগাবি আদায় । এই আদি অনেক হালের
 তলে রয় । মালের তফসীল বলি খাস মক
 দনা । রাইয়তি খামারেতে খাসের মিলে
 জমা ॥ বসে হাট বাট যত সায়েরের তল ।
 জলকর ঘাসকর সায়ের সকল ॥ মুসগুস
 মাডা ছেনালি আর চুরি । এসব মহল লয়ে

বাজে জমা করি ॥ বাজে আদায় তফসীল
 আদায় ভাণ্ডার । দ্বিতীয় মহল কর্ত্ত কদম
 তাহার । যে যার তফসীল সে থাকে তার
 পাস । হরবারের জমা ধরে, খরচ নিকাস ।
 ইরসাল কর্ত্ত শোধ তাগাবি দাদন । বাজে
 খরচ বদলাই খরচ সোধন ॥ পশ্চাৎ রোসন
 বাকী কাগজের সার । জমাতে খরচ দিয়া
 বাকী কাটি তার ॥ মোজুদ হাওলাত হয়
 বাকীর কারণ । রোজনামা জমা খরচ সমান
 মিলন ॥ হিসাব কাগজ খান কাগজের অন্ত ।
 বিশ্বাস নাহিক তায় বডই দুরন্ত ॥ জমা ভিন্ন
 যত সেইসকলি আবাব । হুজুম মাফিক কদ
 করিবে হিসাব ॥ সেলামি মাদুন আর বাব
 হায় যত । মাথট পঞ্চক আদি ডায় অনুগত ।
 স্মরটাকি আদি যে দেশের যেই রীত । হর
 বার দিয়া করি তলব উচিত । তলবে উসুল
 দিলে বাকী জানা যায় ॥ কারো বাকী

হয় কারো ফাজিল বুঝায় । তলব ফাজিল
 আর উসূল বাকীতে । বাহিরে তেরিজ দিয়া
 হয় মিলাইতে । কাগজের নানামত না যায়
 লিখন । সেই জন বুঝে যার বুদ্ধি বিলক্ষণ ॥
 যে দেশে যখন যাই সেই হুদিশ ॥ সুবুদ্ধি ব
 িতে পারে মুখে শাগে বিষ ॥

॥ তেরিজ ॥

তেরিজ ধরণ কথা শুন শিশুগণ । দক্ষিণে
 কডার স্থান করিবে মিলন ॥ কডা খুয়ে চারি
 কডায় গণ্ডা লবে হাতে । গণ্ডায় ২ দশক
 রাখিবে পশ্চাতে ॥ দশকে ২ পণ চৌক কর
 হাতে । চৌকে ২ গুণে আনি টাকা কর তাতে
 । টাকায় গণনাকরি দশক যদি হয় । দশ
 কন্য বামাগতি শুব্ধকর কয় ॥

জমা ওয়াসীল বাকী ॥

জমা ওয়াসীল বাকী শুন ছাত্র ভাই । জমা
 ছোট খরচ বড় ফাজিল লিখি তাই । জমা যদি

বড় হয় ওয়াসীল কাটি । সেই অঙ্কে অঙ্ক
 খুন্নে বাকীর তলে আঁটি ॥ জমা ওয়াসীল
 বাকী এই হইল সায় । সারদা ভাবিয়া দাম
 শুভকর কর ॥

কালি ।

অডবা ২ অডবা নিজে ১ কাঠায় অডবা কাঠায়া
 নিজে ১ । কাঠায় ২ ধূল পরিমাণ ॥ দশ বিশ
 গণ্ডা কাঠায় জান ।

নৌকা কালি

দীর্ঘে নৌকা হাত জত । পুহে দিয়া পুরে
 ততো ॥ চাড়ার দিগুণ করিয়া এমন জত
 হাত ততোমন ॥

জমাবন্দি ।

জমী বিঘা যত তক্কা করিবে বলন । তক্কাপুতি
 ষোলগণ্ডা কাঠারধরণ ॥ যত আনা ততগণ্ডা
 পাই পুতি বট । গণ্ডা পুতি ষোলতিল ঘুচাও

কপট ॥ কড়া পুতি চারি তিল শূভকর ভণে

। জমাবন্দি কর শিশু আনন্দিত মনে ॥

মাসডা

মাস মাহিনা যার যত । দিন পুতি গায় কত ।

তকা পুতি ষোলগণ্ডা । তাহাকর তিন খণ্ডা

এক ঘুচালে থাকে যত । দিন পুতি পড়ে তত

॥ বৎসর মাহিনা যার যত । দিন পুতি পড়ে

কত ॥ তিন কড়া পাঁচদস্তি । বন্ডে গেল

ধূলদস্তি ॥

কডার নিয়ম

কাক চতুর্থ বটে জানি । তিন ক্রান্তি বট

বাখানি । নবদস্তি করিয়া সার ॥ সাতাইষ

যবে বট বিচার । আশী তিলে বটকর । লেখা

র গুরু শূভকর ॥

কড়িকসা

কাহণে লইবে পণ চৌকে লবে বুড়ি । গণ্ডায়

লইবে কাক পণে পঞ্চ কোড়ি । কডায় লইবে

পঞ্চ তিলের লিখন । শূভকর দাস কহে
আনার ধরণ ॥

সের কমা

মোন পুতি যত তক্ষা দর তার কন্ন । তক্ষা
পুতি অষ্ট গণ্ডা সের পুতি হয় ॥ সিকা পুতি
আট কড়া গণ্ডায় আট তিল ॥ পাই পুতি
দুই কাক শূনহ সুশীল । কড়া পুতি দুই তিল
শুভকর ভণে । সেরকমা শিখ শিশু আনন্দ
ত মনে ॥

সলি কমা

ধান্য চালু শরিসা আদি যা কিনিতে যাই ।
তক্ষাদরে আনা পুতি কত দুব্ব্য পাই ॥ সলি
পুতি পাঁচ পোয়া ছটাক কাঠায় । শূভকর
সলি কমা লোকেরে শিখায় ॥

মোনের নিয়ম ।

চারি ধানে রতি হয় আট রতি মাসা । বার
মাসায় তোলা হয় শূন সত্য ভাষা ॥ বাহ্য

তোলায় শের শুন দিয়া মন । চল্লিশ সেরে
মোন শুন সর্বজন ॥ পাঁচ শেরে পসরি হয়
চারি শেরে বিশে । এবিদ্‌ঞা জানিলে বুচে
অবোধের দিশে ॥

মোন কসা ।

তক্ষায় লইবেযত মোন আসবাব । মোনেতে
আড়াই শের আনার হিসাব ॥ যত শের
থাকয়ে ছটাক তত হয় । ছটাকেতে পঞ্চ বট
শুভকর কর ।

বাটা কসা ।

শতকরা তক্ষার বাটা কহি শুন সবে । তক্ষা
পুতি তিন গণ্ডা তিন কাক চারি তিল লবে ॥
আনা পুতি তিন কাক চারি তিল জান । একুন
করিয়া যুঝ বাটার পুমাণ আসলে হরিলে
অক যত বাকী রয় । বাটাবাদে তত শিক্কা
শুভকর কর ।

সোনা কসা ।

সোনা মোহর যত তক্ষা লবে তত পাই ।

একুন করিয়া অঙ্ক কর তিন ঠাই ॥ এক বুচা

ইলে থাকে যত । সোনা রতি পড়ে তত।

মাথট

মাথটের কথা কিছু শুন শিশুগণে । যে হয়

মাথট অঙ্ক রাখিবে যতনে । যত জমা তত

গণ্ডা তার তলে দিয়া । হরিবে মাথট অঙ্ক

সাবধান হয়ে ॥ হরিলে হরণ অঙ্ক কসি

তলে রয় । তক্ষা পুতি তত গণ্ডা শূভকর

কয় ।

আমল লভ্য ।

আমল লভ্যের খড়ি শুন বিবরণ । লভ্য

মূলে যত পাবে করিবে সাধন । আমল

লভ্যের উপরে খুয়ে । বিকির অঙ্কে আন

পুরে । কিনির অঙ্কে হরে । আন । আমল

লভ্য এইজান ॥

पश्चिका प्रकरण

विष्णु कवचम्

অথ পাঞ্জিকাপুঙ্করণং

১ রবিবার । ২ সোমবার । ৩ মঙ্গলবার ।
 ৪ বুধবার । ৫ বৃহস্পতিবার । ৬ শুক্ৰবার
 ৭ শনিবার ॥

শুक्ল তিথি

১ প্ৰতিপদ । ২ দ্বিতীয়া । ৩ তৃতীয়া । ৪ চতুর্থী ।
 ৫ পঞ্চমী । ৬ ষষ্ঠী । ৭ সপ্তমী । ৮ অষ্টমী ।
 ৯ নবমী । ১০ দশমী । ১১ একাদশী । ১২ দ্বাদশী ।
 ১৩ ত্রয়োদশী । ১৪ চতুর্দশী ।
 ১৫ পূর্ণিমা ।

কৃষ্ণ তিথি

১৬ প্ৰতিপদ । ১৭ দ্বিতীয়া । ১৮ তৃতীয়া ।
 ১৯ চতুর্থী । ২০ পঞ্চমী । ২১ ষষ্ঠী । ২২ সপ্তমী
 ২৩ অষ্টমী । ২৪ নবমী । ২৫ দশমী । ২৬ একাদশী
 ২৭ দ্বাদশী । ২৮ ত্রয়োদশী । ২৯ চতুর্দশী ।
 ৩০ অমাবস্যা ॥

১ অশ্বিনী : ২ ভরণী : ৩ কৃত্তিকা : ৪ রোহিণী : ৫ মৃগশিরা : ৬ আর্দ্রা : ৭ পুনর্বসু : ৮ পুষ্যা : ৯ অশ্লেষা : ১০ মঘা : ১১ পূর্বফাল্গুনী : ১২ উত্তরফাল্গুনী : ১৩ হস্তা : ১৪ চিত্রা : ১৫ শ্রাবস্তী : ১৬ বিশাখা : ১৭ অনুরাধা : ১৮ জ্যেষ্ঠা : ১৯ মূলা : ২০ পূর্বাষাঢ়া : ২১ উত্তরাষাঢ়া : ২২ শ্রুবণা : ২৩ ধনিষ্ঠা : ২৪ শতভিষা : ২৫ পূর্বভাদ্রপদ : ২৬ উত্তরভাদ্রপদ : ২৭ রেবতী ॥

করণ

১ বর : ২ বালব : ৩ কোলব : ৪ তৈতিল : ৫ গর : ৬ বনিজ : ৭ বিষ্টি : ৮ শঙ্গনি : ৯ চতুস্পদ : ১০ কি কিস্তুঘ : ১১ না নাগ ॥

যোগ

১ বিষ্ণু : ২ পুীতি : ৩ আয়ুস্মান : ৪ সৌভাগ্য : ৫ শোভন : ৬ অতিগণ্ড : ৭ সুকর্মা : ৮ ধুতি

৯ শুল ১০ গণ্ডো ১১ বৃদ্ধি ১২ ধুব ১৩ বগ
 ১৪ হর্যণ ১৫ বজ্র ১৬ অস্ক ১৭
 ব্যাতি পাত ১৮ বরীয়ান ১৯ পরিষ ২০
 শিব ২১ সাধ্য ২২ সিদ্ধি ২৩ শূভ ২৪
 শুক ২৫ বৃক্ষ ২৬ ইন্দু ২৭ বৈধৃতি ।—

মেজাদি দ্বাদশ রাশি ।—

১ মেঘ ২ বৃষ ৩ মিথুন ৪ কর্কট ৫ সিংহ
 ৬ কন্যা ৭ তুলা ৮ বৃশ্চিক ৯ ধনু ১০
 মকর ১১ জ্যেষ্ঠ ১২ মীন ।—

দ্বাদশ রাশিতে দ্বাদশ মাঘ ।—

বৈশাখে মেঘ । জ্যৈষ্ঠে বৃষ । আষাঢ়ে মিথুনা
 শ্রাবণে কর্কট । ভাদ্রে সিংহ । আশ্বিনে কন্যা
 কাভিকে তুলা । অগ্রহায়ণে বৃশ্চিক । পৌষে
 ধনু । মাঘে মকর । ফালগুণে জ্যেষ্ঠ । চৈত্রে মীন
 নন্দাদি ।—

নন্দা জানি পুতিপৎ বগী একাদশী । দ্বিতীয়া
 জগমী ভদ্রা আর দ্বাদশী ॥ জয়া হয় অষ্টমী

তৃতীয়া ত্রয়োদশী । রিত্তা বলি চতুর্থি নবমী
 চতুর্দশী ॥ অমাবস্যা পঞ্চমী দশমী পোণ
 মাসী । পূর্ণা তিথি বলিয়া কহেন সর্ব ঋষি ॥

সিদ্ধিযোগ ।—

শুকবারে নন্দা আর বুধে ভদ্রা হয় । শনি
 বারে রিত্তা তিথি জুজে জয়া পায় ॥ পূর্ণা
 তিথি যদি হয় বৃহস্পতি বারে । তাহে সিদ্ধি
 হয় সিদ্ধি জোগ বলি তারে ॥—

অমৃতযোগ ।—

বুধ শনি বারে নন্দা জুজে ভদ্রা হয় । বৃহস্পতি
 বারে জয়া শুক্রে রিত্তা পায় ॥ রবি সোম
 বারে যদি হয় পূর্ণা তিথি । কহেন অমৃত
 যোগ শুব দায়ী অতি ।—

মৃত্যুযোগ ।—

নন্দা তিথি হয় যদি আদিত্য মঙ্গলে । ভদ্রা
 তিথি শুক সোমবারেতে হইলে । বুধে জয়া

শুক্রেতে যদ্যপি রিক্তা হয় । শনিতে হইলে
পূর্ণা মৃত্যুযোগ কর ॥

ব্রহ্মস্পর্শ

তিন তিথি যদি মিলে এক রাত্রি দিনে ।
ব্রহ্মস্পর্শ করিয়া পাণ্ডিতে শাস্ত্রে গণে ॥ ব্রহ্ম
স্পর্শে কোন কর্ম না করিও ভাই । দানধ্যান
পূজা দিতে কিন্তু মানা নাই ।

যাত্রাতে উত্তম নক্ষত্র ।

অনুরাধা অশ্বিনী রেবতী মূলার আর । মূগ
শিরা পুনর্বসু পুষ্যা কহি সার ॥ জ্যেষ্ঠা হস্তা
এই নব নক্ষত্র উত্তম । গমনেতে কার্য্য সিদ্ধি
শাস্ত্রের নিয়ম ।

অধম নক্ষত্র

উত্তরভাদ্রপদ আর উত্তরফাল্গুনী । অশ্লেষা
বিশাখা আর কৃত্তিকা ভরণী । আর্দ্রা মঘা
উত্তরাশাঢ়া নক্ষত্র অধম । গৃহান করিলে
ঘটে বিপদ বিষম ।

ইহার পর অবশিষ্ট নক্ষত্র যে নয়। সেসভারে
জ্যোতিষে মধ্যম কপে কয় ॥

বারবেলা

দিবসেরে অষ্ট ভাগ করিয়া পণ্ডিত। বারবেলা
গণিবেক এই তার রীতি। রবিবারে বারবেলা
চতুর্থ পঞ্চম। সোমে বারবেলা হয় দ্বিতীয়
সপ্তম। ষষ্ঠ আর দ্বিতীয় ভাগ জান মঙ্গলেতে
পঞ্চম তৃতীয় ভাগ জানিহ বুধেতে। বৃহস্পতি
রশেষ দুই ভাগ বারবেলা। তৃতীয় চতুর্থ
সুক্র জ্যোতিষে নিখিলা। শনির পুথম ভাগ
আর ষষ্ঠ শেষ। বারবেলা এই দোষ ইহাতে
অশেষ ॥

কালবেলা

রজনীকে অষ্ট ভাগ কর পুষ্মত। কালবেলা
তাহাতে হইবা অবগত। রবির চতুর্থ ষষ্ঠ ভাগ
কালবেলা। চতুর্থ সপ্তম সোমে শাস্ত্রেতে
কহিলা। মঙ্গলে দ্বিতীয় বুধে ষষ্ঠ আর সপ্তম
বৃহস্পতি বারে ভাগ পঞ্চম অষ্টম। সুক্রের

তৃতীয় শনির আদ্য ষষ্ঠ শেষ । একালে করি
ল কর্ম পায় বহু ক্লেশ ॥

মাস দক্ষা

মাসদক্ষা করি শুন ভাষায় নির্ণয় । চৈত্রপৌষ
মানের দ্বিতীয়া দক্ষাহয় । চতুর্থী জানিও
দক্ষা ফলগুণ জৈষ্ঠের । ষষ্ঠী দক্ষা কথিত বৈ
শাখ শ্রাবণের । দক্ষা কহে ভাদ্র অগ্রহায়ণের
দশমী । আশ্বিন আশাঢ় মাসের জানহ
অষ্টমী । মাঘ আর কার্তিকের দক্ষা দ্বাদশী ।
ইহাতে করিলে যাত্রা বিঘ্ন রাশি ২ ॥

দিন দক্ষা

রবিতে দ্বাদশী সোমে একাদশী হইলে । যদি
অঙ্গে দশমী তৃতীয়া বুধে মিলে । বৃহস্পতি
বারে ষষ্ঠী দ্বিতীয়া শুক্রেতে । শনিতে ষষ্ঠমী
হৈলে দিন মন্দ তাতে ॥

দিকশূল

সবি শুক্রেবারে নাহি বাইবে পশ্চিমে । পূর্ব

দিগে গমন নিষিদ্ধ শনি সোমে । না বাবে
দক্ষিণে বৃধ বৃহস্পতিবারে । মঙ্গলে আর বুধে
যাত্রা না কর উত্তরে ॥

যোগিনী

পুতিপদ নবমী যোগিনী পূর্বদিকে । একাদশী
তৃতীয়াতে অগ্নিকোনে থাকে । ত্রয়োদশী পঞ্চ
মীতে যোগিনি দক্ষিণে । নৈঋতে চতুর্থী
আর দ্বাদশীর দিনে । ষষ্ঠী চতুদশী দিনে
থাকে পশ্চিমেতে । বায়ু কোণে পৌর্ণমাসী
সপ্তমী তিথিতে । উত্তরে দ্বিতীয়া আর দশ
মীর দিনে । অমাবস্যা অষ্টমীতে থাকে
ইশান কোণে । কহিলাম যোগিনীর এই বিব
রণ ॥ সম্মুখে যোগিনী হৈলে নাকর গমন ॥

বিষ্টিভদ্রা

কৃষ্ণপক্ষে তৃতীয়া দশমীর শেষ অর্দ্ধ । বিষ্টি
ভদ্রা নাম তার অত্যন্ত বিরুদ্ধ । কৃষ্ণপক্ষে
সপ্তমী আর চতুদশী তিথি । এদুয়ের পূর্ব

অর্দ্ধ জানো সেই রীতি । শূক্কা একাদশী
 আর চতুর্থী তেমন । শেষ অর্দ্ধ ভদ্রা বলি
 যাছে নিকপণ । শূক্কা পক্ষে অষ্টমী পূর্ণিমা
 পূণ্যাতিথি । এ দুয়ের পূর্ব অর্দ্ধ জানিহ
 তেমতি ॥ ভদ্রার বিষয়ে এই আছে উপদেশ
 কিন্তু তার মধ্যে ভাল তিন দণ্ড শেষ ॥

সমাপ্ত

নামতা

आमा

১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৪	৬	৮	১০	১২	১৪	১৬	১৮	২০
৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৩	৬	৯	১২	১৫	১৮	২১	২৪	২৭	৩০
৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৪	৮	১২	১৬	২০	২৪	২৮	৩২	৩৬	৪০
৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৫	১০	১৫	২০	২৫	৩০	৩৫	৪০	৪৫	৫০

୧	୨	୩	୪	୫	୬	୭	୮	୯	୧୦
୧୧	୧୨	୧୩	୧୪	୧୫	୧୬	୧୭	୧୮	୧୯	୨୦
୨୧	୨୨	୨୩	୨୪	୨୫	୨୬	୨୭	୨୮	୨୯	୩୦
୩୧	୩୨	୩୩	୩୪	୩୫	୩୬	୩୭	୩୮	୩୯	୪୦
୪୧	୪୨	୪୩	୪୪	୪୫	୪୬	୪୭	୪୮	୪୯	୫୦
୫୧	୫୨	୫୩	୫୪	୫୫	୫୬	୫୭	୫୮	୫୯	୬୦
୬୧	୬୨	୬୩	୬୪	୬୫	୬୬	୬୭	୬୮	୬୯	୭୦
୭୧	୭୨	୭୩	୭୪	୭୫	୭୬	୭୭	୭୮	୭୯	୮୦
୮୧	୮୨	୮୩	୮୪	୮୫	୮୬	୮୭	୮୮	୮୯	୯୦
୯୧	୯୨	୯୩	୯୪	୯୫	୯୬	୯୭	୯୮	୯୯	୧୦୦

੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧

੧ ੨ ੩ ੪ ੫ ੬ ੭ ੮ ੯ ੧੦

੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧

੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧

੧ ੨ ੩ ੪ ੫ ੬ ੭ ੮ ੯ ੧੦

੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧

੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧

੧ ੨ ੩ ੪ ੫ ੬ ੭ ੮ ੯ ੧੦

੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧

੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧

੧ ੨ ੩ ੪ ੫ ੬ ੭ ੮ ੯ ੧੦

੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧

੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧

੧ ੨ ੩ ੪ ੫ ੬ ੭ ੮ ੯ ੧੦

੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧ ੧੧

৬৬ ৬৬ ৬৬ ৬৬ ৬৬ ৬৬ ৬৬ ৬৬ ৬৬ ৬৬

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৬৬ ৬৬ ৬৬ ৬৬ ৬৬ ৬৬ ৬৬ ৬৬ ৬৬ ৬৬

১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১

১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১

১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১

১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১

११	११	११	११	११	११	११	११	११
११	११	११	११	११	११	११	११	११
१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११

११	११	११	११	११	११	११	११	११
११	११	११	११	११	११	११	११	११
१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११

११	११	११	११	११	११	११	११	११
११	११	११	११	११	११	११	११	११
१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११

११	११	११	११	११	११	११	११
११	११	११	११	११	११	११	११
१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११

११	११	११	११	११	११
११	११	११	११	११	११
१११	१११	१११	१११	१११	१११

নামতা

১৬	১৬	১৬	১৬	১৬
১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২৫৬	২৭২	২৮৮	৩০৪	৩২০

১৭	১৭	১৭	১৭
১৭	১৮	১৯	২০
২৮৮	৩০৪	৩২০	৩৩৬

১৮	১৮	১৮
১৮	১৯	২০
৩২৮	৩৪২	৩৫৬

১৯	১৯	১৯
১৯	২০	২০
৩৬৬	৩৮০	৩৯৬

২০	২০	২০
২০	২১	২১
৪০০	৪২০	৪৪০

১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	২১	৩১	৪	৬	৭১	৮১	১০	১১	১২

১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১৩১	১৫	১৬	১৭	১৮	২০	২১	২২	২৩	২৫

১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১১	৩	৪	৬	৭	৯	১০	১১	১২	১৩

১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১৬	১৮	১৯	২১	২২	২৪	২৫	২৭	২৮	৩০

২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২১	৫	৭	১০	১২	১৫	১৭	২০	২২	২৫

২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২১	৩০	৩২	৩৫	৩৭	৪০	৪২	৪৫	৪৭	৫০



Kauṣilya,

Chāṇakyaśloka in Sanskrit (Bengali characters), each verse being followed by a Bengali Translation, pp. 1 - 38 ; followed by a Prahlādacharitra, Bengali, verse, pp. 39 - 70 ; Patratikhivār Dhārā, Bengali verse, pp. 71 - 82 ; Panjikāprakaraṇa, Bengali verse, pp. 83 - 91 ; Nāmatā, a table of

Calcutta 1824

A.or. 4297

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10250898-0